গবেষণা প্রতিবেদন

গবেষণা কার্যক্রমের নাম

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের বাস্তব অবস্থা, সক্ষমতা ও কার্যকারিতা যাচাই

বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

সূচিপত্র

ক্রমিক	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	মুখবন্ধ	৩
২	পটভূমি	৪
৩	সংক্ষিপ্তসার	৬
৪	গবেষণার ক্ষেত্র ও গবেষণা পদ্ধতি	৮
৫	গবেষণার আওতাধীন গ্রন্থাগারসমূহের তালিকা	৯
৬	গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের বিশ্লেষণ	১৩
৭	গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের বিশ্লেষণ	১৭
৮	পাঠক/সেবাগ্রহীতাদের পরামর্শ/মন্তব্য	২৬
৯	ফোকাস গ্রুপ আলোচনা	২৯
১০	জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা	৩৩
১১	সুপারিশ ও প্রস্তাবনা	৩৮
১২	সমাপনী মন্তব্য	৪২
১৩	গবেষণা কার্যক্রমের ছবি	৪৩
১৪	সংযুক্তি (প্রশ্নমালা)	৫০

মুখবন্ধ

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আইনে 'কেন্দ্রের দায়িত্ব ও কার্যাবলী' প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, এ প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম দায়িত্ব হলো 'পুস্তক সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা এবং তথ্যানুসন্ধান করা এবং উক্তরূপ গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানলব্ধ তথ্যাদি প্রকাশ করা'। অন্যত্র আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে যে 'পাঠকবর্গের চাহিদা ও রুচি সম্পর্কে অনুসন্ধান করা ও তৎভিত্তিতে রিপোর্ট প্রকাশ করা'ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের আইনসিদ্ধ দায়িত্ব।

আইনটি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯৫ সালের ২০ নভেম্বর। তারপর প্রায় তিন দশক হতে চলেছে। আর প্রতিষ্ঠাকাল হিসাব করলে প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা শুরু হয়েছে আরও প্রায় ২৫ বছর আগে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এ প্রতিষ্ঠানটির গবেষণাভাণ্ডার প্রায় শূন্যই বলা যায়। অথচ দ্রুত পরিবর্তিত বর্তমান বিশ্ববাস্তবতায় অব্যাহত গবেষণা ছাড়া গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের কার্যকর উন্নয়ন তথা রিডিং সোসাইটি গড়ে তোলার যাবতীয় উদ্যোগ-আয়োজন অন্ধকারে ঢিল ছোড়া ছাড়া কিছুই নয়।

আশার কথা হলো, কাজটি আমরা শুরু করতে পেরেছি। এই যে শুরু হলো তার তাৎপর্য মোটেও সামান্য নয়। সফলভাবে গবেষণা কার্যক্রমটি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রন্থকেন্দ্রের সক্ষমতা যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আত্মবিশ্বাসও। তারই যথার্থ প্রতিফলন হিসেবে প্রথমবারের মতো গবেষণার কাজটি কেন্দ্রের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনাভুক্ত হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, গবেষণার এ ধারা কেবল অব্যাহতই থাকবে না, ক্রমশ তা আরও বেগবান হবে।

তাৎপর্যপূর্ণ এ দীর্ঘযাত্রার অংশ হতে পেরে আমি আনন্দিত।

স্বাক্ষরিত/১৩.৪.২৩
মিনার মনসুর
ঢাকা: ১৩ এপ্রিল ২০২৩

পটভূমি

বই সংস্কৃতি ও সভ্যতার বাহন। শুদ্ধ সংস্কৃতি চর্চায় ও মানুষের মধ্যে শুভবোধ জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে বইয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের মধ্যে বইকে ছড়িয়ে দেয়ায় ভূমিকা রেখে এসেছে গ্রন্থাগার। সভ্যতার ইতিহাসের দিকে তাকালেও এ কথার সত্যতা মেলে। মানুষের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞানের বিস্তার এবং সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে তোলায় তৃণমূল পর্যায়ে অবস্থিত গ্রন্থাগারগুলো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। তথ্যসেবার পাশাপাশি শিক্ষা ও সচেতনতা বিস্তার এবং দক্ষতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রমেও অংশ নিচ্ছে এসব গ্রন্থাগার। একটি প্রচলিত ধারণা হচ্ছে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অগ্রগতি ও সমাজের সর্বস্তরে এ প্রযুক্তি ছড়িয়ে পড়ার কারণে মানুষের মধ্যে বই পড়ার প্রতি আগ্রহ কমে যাচ্ছে। এছাড়াও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড হ্রাস পাওয়া ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণেও বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, বিশেষত তরুণ সমাজ ক্রমশ বইবিমুখ হয়ে পড়ছে। প্রচলিত এসব ধারণার সত্যাসত্য নির্ণয় এবং গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক পাঠ কার্যক্রমের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিরূপণের জন্য মাঠপর্যায়ে জরিপভিত্তিক গবেষণা প্রয়োজন। উন্নত বিশ্বে এ নিয়ে নিয়মিতভাবে প্রচুর গবেষণা হলেও আমাদের দেশে এ ধরনের গবেষণার সংখ্যা কম এবং হাতে গোনা যেসব গবেষণা হয় সেগুলোও একাডেমিক আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। বাংলাদেশে সুদীর্ঘকাল ধরেই গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বিপুল সংখ্যক বেসরকারি গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে। নানাবিধ প্রতিকূলতার মধ্যেও তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের মধ্যে জ্ঞানের আলো বিতরণ করে আসছে এসব গ্রন্থাগার। পাঠাভ্যাস হ্রাস, সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা, দক্ষ কর্মী ও মানসম্মত তথ্যসামগ্রীর অভাব ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করেই এগিয়ে চলেছে এসব গ্রন্থাগার। উল্লেখযোগ্যসংখ্যক বেসরকারি গ্রন্থাগার সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে প্রতি বছর বই ও আর্থিক অনুদান পেয়ে থাকে। এ অনুদান ব্যবহারে তাদের সফলতা ও সক্ষমতা কতটুকু সেটি মূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে। অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি গ্রন্থাগারের ওপর মাঠপর্যায়ের জরিপভিত্তিক এ মূল্যায়ন এ গ্রন্থাগারগুলোর শক্তি ও সীমাবদ্ধতা বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দেয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিরূপণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে–এমন প্রত্যাশা থেকেই বর্তমান গবেষণাকর্মটি হাতে নেয়া হয়েছে।

জ্ঞান ও মননশীলতার উৎকর্ষ সাধনে গ্রন্থ ও গ্রন্থ-সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডকে উৎসাহিত করা এবং জ্ঞানসমৃদ্ধ জাতি গঠনের মহতী উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কাজ করে চলেছে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের অন্যতম কার্যক্রম বেসরকারি গ্রন্থাগারের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও এসব গ্রন্থাগারকে বিভিন্ন রকমের সহায়তা প্রদান, যাতে তারা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি ও জ্ঞানচর্চার প্রসার ঘটাতে পারে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত এ প্রতিষ্ঠানটি দেশের জন্মলগ্ন থেকেই তৃণমূল পর্যায়ে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক নানাবিধ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের অন্যতম প্রধান কাজ বেসরকারি গ্রন্থাগারের পৃষ্ঠপোষকতা। মানসম্মত গ্রন্থাগার সংগ্রহ গড়ে তোলা, বৃহত্তর জনগোষ্ঠী–বিশেষত তরুণ প্রজন্মের মধ্যে পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবাহী উদার, অসাম্প্রদায়িক সমাজ গঠনে প্রেরণাদানের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপন, প্রতিযোগিতা, পাঠচক্র, দিবস উদযাপন ইত্যাদি কর্মকাণ্ড পরিচালনায় বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে সহায়তা জোগাচ্ছে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। কিন্তু জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের মাধ্যমে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি গ্রন্থাগারের কার্যক্রমের আর্থ-সামাজিক প্রভাব ও এসব গ্রন্থাগারের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোনো গবেষণা সম্পন্ন

হয়নি। পাঠক-সেবাগ্রহীতারা গ্রন্থাগার সেবাকে কীভাবে মূল্যায়ন করেন, গ্রন্থাগারের কাছে তাঁদের চাহিদা কী এবং গ্রন্থাগার সেবায় গুণ ও মানগত কী পরিবর্তন তারা দেখতে চান–সে বিষয়েও গবেষণাভিত্তিক কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। এ পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের ওপর জরিপ ও ফোকাস গ্রুপ আলোচনাভিত্তিক এ গবেষণা কার্যক্রম এসব গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থা, সক্ষমতা ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা দেবে বলে আশা করা যায়।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর/সংস্থার ভিশন, মিশন ও কার্যাবলির সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে মৌলিক গবেষণার অংশ হিসেবেই বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়। 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আইন ১৯৯৫'-অনুযায়ী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এ সংস্থার জন্য অপরিহার্য একটি কার্যক্রম। এ বিবেচনা থেকেই সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আবুল মনসুর গ্রন্থকেন্দ্র কর্তৃক অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের সেবা ও কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে জরিপভিত্তিক একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান গবেষণা কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। দেশের নানা প্রান্তে বিপুল সংখ্যক বেসরকারি গ্রন্থাগার দীর্ঘকাল ধরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে অনুদানপ্রাপ্ত হচ্ছে। এ অনুদান তাদের সক্ষমতাকে কতটুকু বৃদ্ধি করেছে, অনুদানপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারসমূহের পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ ও সেবাগ্রহীতারা এ থেকে কতটুকু উপকৃত হচ্ছেন, জনগণের মধ্যে পাঠাভ্যাস ও শুদ্ধ সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে সেটি কোনো প্রভাব রাখছে কি না–এসব প্রশ্নকে সামনে রেখেই গবেষণা উদ্যোগটি গৃহীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় 'সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের বাস্তব অবস্থা, সক্ষমতা ও কার্যকারিতা যাচাই'-শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমের প্রস্তাবটি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এ-সংক্রান্ত কমিটি প্রস্তাবটি যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে গবেষণার জন্য সমগ্র বাংলাদেশের পরিবর্তে প্রথম পর্যায়ে যেকোনো চারটি বিভাগ গবেষণা কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করার নির্দেশনা প্রদান করে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র' কর্তৃক গঠিত 'বেসরকারি গ্রন্থাগার বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন' কমিটি ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগের ৩৬টি জেলার ১৪৪টি গ্রন্থাগার নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সংক্ষিপ্তসার

গ্রন্থাগার একটি জাতির মননের প্রতীক। জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। হাজার বছর ধরে সভ্যতার অগ্রগতিতে গ্রন্থাগারের অবদান অপরিসীম। সমাজে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ এবং জ্ঞানের চর্চায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। এ কারণেই সময়ের প্রবাহে মানুষের বৈচিত্র্যময় তথ্য ও জ্ঞানচাহিদা পূরণের উদ্দেশে দেশের প্রতিটি প্রান্তে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে উঠেছে অসংখ্য গ্রন্থাগার। দেশের নানা প্রান্তে বেসরকারি ও ব্যক্তি উদ্যোগে গড়ে ওঠা গ্রন্থাগারগুলো যাতে সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারে সে উদ্দেশ্যে এসব গ্রন্থাগারকে আর্থিকসহ নানা ধরনের সহায়তা জুগিয়ে আসছে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাকাল, সংগ্রহ, কর্মকাণ্ড ও অবকাঠামোর বিচারে এসব গ্রন্থাগারকে ক, খ ও গ–এই তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এসব গ্রন্থাগার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে এলেও এদের কার্যকারিতা বা সমাজে এদের প্রভাবের ওপর ইতঃপূর্বে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বা সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা হয়েছে বলে জানা যায়নি। ফলে এসব গ্রন্থাগার সমাজে ঠিক কী ভূমিকা রাখছে, কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য এদের কর্মকাণ্ডে কোন ধরনের পরিবর্তন আনা প্রয়োজন, পাঠকের পাঠাভ্যাস বৃদ্ধিতেই বা এসব গ্রন্থাগার নতুন কোন ভূমিকা পালন করতে পারে–এসব বিষয়ে বাস্তবভিত্তিক কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। এ উপলব্ধি থেকেই বেসরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহের বাস্তব অবস্থা, সক্ষমতা ও কার্যকারিতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ২০২২ সালের মে মাসে উপরোল্লিখিত প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়।

ডাটা কালেক্টর নির্বাচন, উপাত্ত সংগ্রহ, উপাত্ত বিশ্লেষণ, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ইত্যাদির ভিত্তিতে বর্তমান প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে। এতে সংগৃহীত উপাত্তের বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা, ফোকাস গ্রুপ আলোচনার বিশ্লেষণ ও সুপারিশ স্থান পেয়েছে। অনুদানপ্রাপ্ত ও তালিকাভুক্ত বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের সেবা ও কার্যক্রমের মানোন্নয়ন, অধিকতর জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে সামাজিক উদ্দেশ্য পূরণ এবং একটি জ্ঞাননির্ভর, আলোকিত জাতি গঠনে এসব গ্রন্থাগারের সক্ষমতা বৃদ্ধিই এসব সুপারিশের লক্ষ্য। এ প্রতিবেদনে প্রদত্ত সুপারিশের সংখ্যা মোট ১৯টি। গুরুত্ব ও সামাজিক প্রভাবের বিবেচনায় এর মধ্যে ৬টি সুপারিশকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। বাকি ১৩টি সুপারিশ মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাকে আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে “স্মার্ট বাংলাদেশ”-এ রূপান্তরিত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গড়ার ক্ষেত্রে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত সচেতন সমাজ গড়ার মাধ্যমে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহ সেবার মানোন্নয়ন, কর্মসূচির বহুমুখীকরণ ও জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করতে পারে ‘স্মার্ট গ্রন্থাগার’ হিসেবে। বর্তমান গবেষণা প্রতিবেদন এক্ষেত্রে দিক নির্দেশনামূলক ভূমিকা পালন করতে পারে।

২

বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর তথ্যচাহিদা পূরণ ও জ্ঞানভিত্তিক নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সচেতন, আলোকিত সমাজ গড়ার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কাজ করে চলেছে বেসরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহ। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহ তাদের কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালন করতে পারছে কি না সেটি জানার অভিপ্রায়ে ২০২২ সালের মে মাসে 'সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের বাস্তব অবস্থা, সক্ষমতা ও কার্যকারিতা যাচাই' শিরোনামে এ গবেষণা প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়। প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ বিভাগের ৩৬টি জেলায় অবস্থিত ১৪৪টি গ্রন্থাগারের ওপর (প্রতি জেলা থেকে ৪টি করে) একটি প্রশ্নমালাভিত্তিক জরিপ পরিচালিত হয়। এছাড়াও আয়োজিত হয় দু'টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা। গ্রন্থাগারের পাঠক/ব্যবহারকারী ও গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের জন্য পৃথক দুটি প্রশ্নমালার মাধ্যমে ৭১৭ জন পাঠক/ব্যবহারকারী ও ১৪৪ জন গ্রন্থাগারিক/গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়। গ্রন্থাগারসমূহের সেবাদানের বর্তমান ধরন, পাঠক-সন্তুষ্টির পরিমাণ, গ্রন্থাগারের সংগ্রহের শক্তি-দুর্বলতা, সেবার মানোন্নয়ন ও পাঠাভ্যাস বৃদ্ধিতে পাঠকদের চাহিদা ও মতামত ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এসব বিষয়ে আরো বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় দুটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনায়।

গবেষণা থেকে সেবাদানের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তহবিলের অভাব, তথ্যপ্রযুক্তি সুবিধা না থাকা, গ্রন্থাগার সামগ্রী সংগঠনে দুর্বলতা, দক্ষ জনশক্তির অভাব, বিদ্যুৎ বিভ্রাট ইত্যাদি দুর্বলতার কথা উঠে আসে। সেবার মানোন্নয়নে যেসব সুপারিশ উঠে এসেছে তার মধ্যে তহবিল বৃদ্ধি, গ্রন্থাগার সামগ্রীর সুষ্ঠু সংগঠন, গ্রন্থাগারের জনসম্পৃক্তি জোরদার করা, তথ্যপ্রযুক্তি সুবিধার প্রয়োগ, মানসম্মত বইয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি, পেশাদার গ্রন্থাগারিক নিয়োগ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থাগার কার্যক্রমের সামগ্রিক মানোন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকাকে আরো জোরদার করার জন্য প্রতিবেদনে কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। স্বল্পমেয়াদে (এক থেকে দুই বছরের মধ্যে) বাস্তবায়নের জন্য প্রদত্ত ছয়টি সুপারিশ হচ্ছেঃ তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার (ল্যাপটপ, প্রজেক্টর ও স্ক্রিন সরবরাহ), গ্রন্থাগার সামগ্রীর সুষ্ঠু সংগঠন, পাঠচক্রসহ গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক কর্মসূচি জোরদার করা, অনুদানের পরিমাণ ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কার্যকর সংযোগ বৃদ্ধি ও নিয়মিত মনিটরিং ও তত্ত্বাবধানের জন্য গ্রন্থাগারসমূহের সঙ্গে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের একটি ডিজিটাল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা। মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নের জন্যও প্রদত্ত হয়েছে ১৩টি সুপারিশ। এসব সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের সেবার মানোন্নয়ন ও জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির পাশাপাশি একটি আলোকিত, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে গ্রন্থাগারগুলোর কার্যকর ভূমিকা পালনের পথ প্রশস্ত হবে বলে আশা করা যায়।

গবেষণার ক্ষেত্র ও গবেষণা পদ্ধতি

ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ–দেশের এই ৪ (চার)টি বিভাগে গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করা হয়। এসব বিভাগের ৩৬টি জেলায় অবস্থিত ১৪৪টি গ্রন্থাগার (প্রতি জেলা থেকে ৪টি করে) সরেজমিন পরিদর্শন করে সংগৃহীত তথ্য, উপাত্ত, ছবি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যের ওপর ভিত্তি করে অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের বাস্তব অবস্থা, সক্ষমতা ও কার্যকারিতার ওপর একটি প্রতিবেদন প্রস্তুতের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গবেষণার উদ্দেশ্যে উপাত্ত সংগ্রহের জন্য দুটি পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়:

ক) প্রশ্নমালার মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ। গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের জন্য একটি ও গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের জন্য একটি মোট দুটি প্রশ্নমালা প্রস্তুত করা হয়।

খ) ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD)। ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ (গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার পরিচালনা কর্তৃপক্ষ, পাঠক, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি)-কে নিয়ে একটি এবং চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে একটি–মোট দুটি FGD পরিচালনা।

উপাত্ত সংগ্রহের জন্য মৌখিক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ৯ (নয়) জন ডাটা কালেক্টর নির্বাচন করা হয়। ডাটা কালেক্টরদেরকে প্রয়োজনীয় ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ থেকে ১৯ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত তারা মাঠ পর্যায়ে গ্রন্থাগারসমূহ পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে আনেন। প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ SPSS সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয় এবং প্রয়োজনীয় সারণি তৈরি করা হয়। বিশ্লেষণকৃত উপাত্ত এবং FGD থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর ও সহকারী ইনভেস্টিগেটরদ্বয় বর্তমান প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন। সম্পূর্ণ গবেষণা কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করেছেন একজন রিসার্চ কো-অর্ডিনেটর। গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নে গঠিত কমিটির সদস্যবৃন্দ নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	নাম	ভূমিকা
১	জনাব মিনার মনসুর, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র	প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর
২	অধ্যাপক ড. কাজী মোস্তাক গাউসুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	কো-ইনভেস্টিগেটর
৩	জনাব মো. ফরিদ উদ্দিন সরকার, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র	কো-ইনভেস্টিগেটর
৪	জনাব মোবাশশিরা মাহমুদা, বিবলিওগ্রাফী অফিসার, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র	সদস্য
৫	জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ফকির, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র	সদস্য
৬	জনাব আনোয়ার হোসেন, সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও প্রদর্শনী), জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র	সদস্য
৭	জনাব কুমারেশ চন্দ্র বিশ্বাস, গবেষণা কর্মকর্তা, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র	সদস্য
৮	জনাব নাসিমা আক্তার খাতুন, প্রকাশনা কর্মকর্তা, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র	সদস্য
৯	জনাব মোহাম্মদ ইনামুল হক, সহকারী পরিচালক (প্রচার, প্রকাশনা ও ম্যাগাজিন), জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র	সদস্যসচিব

গবেষণার আওতাধীন গ্রন্থাগারসমূহের তালিকা

গবেষণাটি পরিচালনার জন্য দৈবচয়নের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত গ্রন্থাগারসমূহকে বাছাই করা হয়। বাছাইয়ের সময় ক, খ ও গ শ্রেণিভুক্ত গ্রন্থাগারের সম-প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতের দিকে লক্ষ রাখা হয়।

ক্রমিক নং	গ্রন্থাগারের নাম ও অবস্থান
১.	অনির্বাণ পাঠাগার, গ্রাম: পলাশপুর, বাড়ি নং-৪০৬ (জিয়া সরণী রোড), লেন ৬/২ ডাকঘর: দনিয়া, উপজেলা: কদমতলী, জেলা: ঢাকা
২.	সীমান্ত গ্রন্থাগার, ১৭/১, দীননাথ সেন, রোড, গেন্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪
৩.	বুকল্যান্ড লাইব্রেরী, গ্রাম: ক-৬, বসুন্ধরা মেইন রোড, ডাকঘর: ভাটারা, উপজেলা: ভাটারা, জেলা: ঢাকা
৪.	মতি মাস্টার স্মৃতি পাঠাগার, গ্রাম: ভাওয়াল মনোহরিয়া, ডাকঘর: আটি, উপজেলা: কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা
৫.	দক্ষিণ পাইকসা ডালু-নান্নু পাঠাগার, দক্ষিণ পাইকসা, ডাকঘর: দক্ষিণ পাইকসা, উপজেলা: শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ
৬.	বাগবাড়ী সমাজ কল্যাণ পাঠাগার, বাগবাড়ী , ডাকঘর: বিবন্দী,শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ
৭.	হরেন্দ্র নাথ পাবলিক লাইব্রেরি, গ্রাম+পো: তাজপুর, থানা: সিরাজদিখান, জেলা: মুন্সীগঞ্জ
৮.	প্রাণীমন্ডল আব্দুর রহিম দেওয়ান স্মৃতি পাঠাগার, গ্রাম: প্রাণীমন্ডল, পো: মাইজপাড়া, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ
৯.	শিক্ষানুরাগী সামসুউদ্দিন পাবলিক লাইব্রেরী, খৈনকুট উপজেলা:শিবপুর, জেলা: নরসিংদী
১০.	শহীদ বুদ্ধিজীবী পাঠাগার, গ্রাম: বেলাব, পো: ডেপুটি বাড়ি, থানা: সদর, জেলা: নরসিংদী
১১.	ইমাম উদ্দীন মোড়ল স্মৃতি পাঠাগার, গ্রাম: গাংকুল কান্দি, ডাকঘর: লেবুতলা, উপজেলা: মনোহরদী, জেলা: নরসিংদী
১২.	নেহাব গণ-পাঠাগার, গ্রাম: নেহাব, পো: ডেপুটি বাড়ি, থানা: সদর, জেলা: নরসিংদী
১৩.	মফিজউল্লাহ সমাজ কল্যাণ সংসদ ও পাঠাগার, গ্রাম+ডাকঘর: হোসেনপুর, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
১৪.	সুলপিনা আদর্শ পাঠাগার ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা, গ্রাম: সুলপিনা, পো: ব্রাক্ষ্মণখালী, উপজেলা: রূপগঞ্জ, জেলা: নারায়ণগঞ্জ
১৫.	দনিয়া পাঠাগার, ৮১২ দক্ষিণ দনিয়া, থানা কদমতলী, জেলা-ঢাকা
১৬.	গোলাম আবেদীন মাস্টার ও রেফাতুন্নেছা গ্রন্থাগার, গ্রাম-আকসাইল, ডাকঘর-কলাতিয়া, উপজেলা-কেরানীগঞ্জ, ঢাকা
১৭.	জ্ঞান কানন পাবলিক লাইব্রেরী বাঁশগাড়ি ইউপি কমপ্লেক্স ভবন, পো: খাসেরহাট বন্দর, মাদারীপুর।
১৮.	সৈয়দ ইরন নাহার পাঠাগার, গ্রাম+ডাকঘর:+ থানা: ডাসার, উপজেলা: কালকিনী, জেলা: মাদারীপুর
১৯.	একতা আদর্শ পাঠাগার, গ্রাম: পূর্ব মাদ্রা, ডাকঘর: মাদ্রা, উপজেলা: সদর, জেলা: মাদারীপুর
২০.	বেগম রাহিলা তকিব মোল্যা গণপাঠাগার, গ্রাম: রঘুরামপুর, ডাকঘর: কালিকাপুর-৭৯০০, উপজেলা+জেলা: মাদারীপুর
২১.	আদর্শ পাঠাগার ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, দক্ষিণ চরকমলাপুর, উপজেলা: সদর, জেলা: ফরিদপুর।
২২.	গোপালদী আঃ সালাম মোল্যা পাবলিক লাইব্রেরি, গ্রাম: গোপালদী, পো: রায়পুর, উপজেলা: মধুখালী, জেলা: ফরিদপুর
২৩.	সব্যসাচী ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি, গ্রাম:+ডাকঘর: শেখর, উপজেলা: বোয়ালমারি, জেলা: ফরিদপুর
২৪.	প্রচেষ্টা গ্রন্থাগার, চরনরশিপুর (বটতলা), ডাকঘর-ঈশানপুর, উপজেলা-সদর, জেলা ফরিদপুর
২৫.	বর্ণালী লাইব্রেরি, গ্রাম: গেড়াখোলা, ডাকঘর: সালিনা বক্স, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ
২৬.	বর্ণ গ্রন্থাগার, ২৯২, আরামবাগ, নীচুপাড়া, গোপালগঞ্জ
২৭.	শেখ আমানউল্লা গণগ্রন্থাগার, গ্রাম: কলপুর, ডাকঘর: বৌলতলী ৮১০১, উপজেলা: গোপালগঞ্জ, জেলা: গোপালগঞ্জ
২৮.	দীপা স্মৃতি গণপাঠাগার, গ্রাম: বন্যাপাড়ী, ডাকঘর: জোয়ারিয়া, উপজেলা: টুঙ্গিপাড়া, জেলা: গোপালগঞ্জ
২৯.	এয়াকুব আলী স্মৃতি পাঠাগার ও ক্লাব নারায়ণপুর, উপজেলা: পাংশা, জেলা: রাজবাড়ী
৩০.	রমজান মাতুব্বর পাড়া সমাজ কল্যাণ পাঠাগার, ডাকঘর: গোয়ালন্দ, উপজেলা: গোয়ালন্দ, জেলা: রাজবাড়ী

ক্রমিক নং	গ্রন্থাগারের নাম ও অবস্থান
৩১.	গঙ্গাপ্রসাদপুর পাঠাগার, গ্রাম: গঙ্গাপ্রসাদপুর, ডাকঘর: রাজবাড়ী, উপজেলা: সদর, জেলা: রাজবাড়ী
৩২.	নুরুল হুদা খান স্মৃতি পাঠাগার ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, গ্রাম: মর্জৎকোল, ডাকঘর: সুর্যনগর, উপজেলা: রাজবাড়ী, জেলা: রাজবাড়ী
৩৩.	ধুপশালা সাহিত্য সংঘ পাঠাগার, গ্রাম: লোকের পাড়া, পো: শিয়ালকোল, উপজেলা: ঘাটাইল, জেলা: টাঙ্গাইল
৩৪.	সাধারণ পাঠাগার, গ্রাম: বল্লা, ডাকঘর: বল্লা বাজার, উপজেলা: কালিহাতী, জেলা: টাঙ্গাইল
৩৫.	শালিকা গ্রন্থাগার ও বিজ্ঞান ক্লাব, গ্রাম: শালিকা (উ: পাড়া) ডাকঘর: আশ্রা, উপজেলা: মধুপুর, জেলা: টাঙ্গাইল
৩৬.	নাগরিক পাঠাগার, এতিমখানা রোড, বেপারী পাড়া, টাঙ্গাইল
৩৭.	বঙ্গতাজ উদ্দীন আহমদ মেমোরিয়াল লাইব্রেরি, বঙ্গতাজ চত্বর, বড়বেড়, সিংহশ্রী, কাপাসিয়া, গাজীপুর
৩৮.	জোহরা খাতুন সামাজ কল্যাণ পাঠাগার, পাবুর, কাপাসিয়া, গাজীপুর
৩৯.	তারাগঞ্জ গণপাঠাগার, গ্রাম: তারাগঞ্জ বাজার, ডাকঘর: কাপাসিয়া, উপজেলা: কাপাসিয়া, জেলা: গাজীপুর
৪০.	লতিফ সরকার স্মৃতি পাঠাগার, গ্রাম: টোকনগর, ডাকঘর: কোট নয়নবাজার, উপজেলা: কাপাসিয়া, জেলা: গাজীপুর
৪১.	স্বপ্নীল গণগ্রন্থাগার, কাস্তল বাজার-২৩৮০, অষ্টগ্রাম, উপজেলা: অষ্টগ্রাম, জেলা: কিশোরগঞ্জ
৪২.	হাজী আয়াত উল্লাহ লাইব্রেরি, কুকরারাই সরকার বাড়ী, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ
৪৩.	মহিনন্দ ইতিহাস ঐতিহ্য সংরক্ষণ পাঠাগার, মহিনন্দ, কিশোরগঞ্জ
৪৪.	অঙ্কুর পাবলিক লাইব্রেরি, মুগদিয়া, মসূয়া, উপজেলা: কটিয়াদী, জেলা: কিশোরগঞ্জ
৪৫.	সেলিম আল দীন স্মৃতি পাঠাগার, তালকুনগর, দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ
৪৬.	বরংগাইল গণকেন্দ্র পাঠাগার, বরংগাইল শিবালয়, শিবালয়, মানিকগঞ্জ
৪৭.	সংযোগ গণপাঠাগার, মনিপুর, ৩২ উপজেলা-সদর, কিশোরগঞ্জ
৪৮.	শাম্ছ উদ্দিন স্মৃতি পাঠাগার, রোয়াইল, ডাকঘর-ছাতিহাটি, উপজেলা কালিহাতি, টাংগাইল
৪৯.	হক ফাতেমা পাঠাগার,, গ্রাম: পংকর হাটি পো:, সাংগাইল, উপজেলা: নান্দাইল, জেলা:, ময়মনসিংহ
৫০.	অনুশীলন সাহিত্য সংসদ পাঠাগার, তারাকান্দা, থানা: তারাকান্দা, ময়মনসিংহ
৫১.	স্বপ্ন পূরণ লাইব্রেরী, গ্রাম: পয়ারকান্দি, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ
৫২.	হালুয়াঘাট সাধারণ পাঠাগর, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহ
৫৩.	আজিমুন নেছা তমিজ উদ্দিন খন্দকার স্মৃতি গণ গ্রন্থাগার, গ্রাম: খন্দকার পাড়া, পো: পাঁচ গাঁও, উপজেলা: নালিতা বাড়ী, জেলা: শেরপুর
৫৪.	কমলা স্মৃতি গণগ্রন্থাগার, গ্রাম: হালগড়া, ডাকঘর: রৌহা, উপজেলা: সদর, জেলা: শেরপুর
৫৫.	জনকল্যাণ পাঠাগার, গৌরিপুর, সদর, শেরপুর
৫৬.	যুব বিজ্ঞান ও মহিলা সাংস্কৃতিক পাঠাগার, মহল্লা: চকবাজার, শেরপুর শহর, শেরপুর
৫৭.	উদয়ন পাঠাগার, গ্রাম: বল্লভপুর, পো: মেলান্দহ, উপজেলা: মেলান্দহ, জেলা: জামালপুর
৫৮.	প্রীতি গণগ্রন্থাগার আমলাপাড়া, উপজেলা: সদর, জেলা: জামালপুর
৫৯.	গোপালপুর ছাত্র কল্যাণ পাঠাগার, পো: হাজীপুর, উপজেলা: সদর, জেলা: জামালপুর
৬০.	মরহুম হাবিবুর রহমান খান ও মুসলিমউদ্দিন সর্দার স্মৃতি পাঠাগার, গ্রাম:+পো: পলবান্দা, ইসলামপুর, জামালপুর
৬১.	জলসিঁড়ি পাঠকেন্দ্র, সাভিনা, বিবিশিরি, উপজেলা: দুর্গাপুর, জেলা: নেত্রকোনা
৬২.	এআরএফবি গ্রন্থাগার, সাকুয়া বাজার , উপজেলা: নেত্রকোনা, জেলা: নেত্রকোনা
৬৩.	শাহেদা স্মৃতি পাঠাগার, গ্রাম: কাজলা, ডাকঘর: কাজলা, উপজেলা: পূর্বধলা, জেলা: নেত্রকোণা
৬৪.	বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ কর্ণেল আবু তাহের বীর উত্তম পাঠাগার. লাঙ্গলজোড়া, পো: ইচুলিয়া বাজার, পূর্বধলা, নেত্রকোনা
৬৫.	পদ্মা সাধারণ গ্রন্থাগার, তালাইমারী (শহীদ মিনার)কাজলা, উপজেলা: রাজশাহী জেলা: রাজশাহী
৬৬.	সম্প্রীতি পাঠাগার, ২৬১/১, রানুশাহী টাওয়ারস , বখতিয়ারাবাদ, সপুরা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী
৬৭.	আজিমুদ্দীন শেখ স্মৃতি পাঠাগার, গ্রাম: সাহাপুর, পো: দারুশা বাজার, উপজেলা: পবা, জেলা: রাজশাহী

ক্রমিক নং	গ্রন্থাগারের নাম ও অবস্থান
৬৮.	রুস্তমপুর গণ সামাজিক পাঠাগার, রুস্তমপুর, বাঘা, রাজশাহী
৬৯.	রাণীহাটি সাধারণ পাঠাগার, ডাকঘরঃ রাণীহাটি,,শিবগঞ্জ, জেলা:,চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৭০.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সাধারণ পাঠাগার, স্কুল/ক্লাব রোড, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৭১.	শেখ রাসেল মঞ্চ পাঠাগার, ভোলাহাট উপজেলা শাখা, সন্ন্যাসিতলা, ভোলাহাট-৬৩৩০, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৭২.	অন্বেষা, গ্রামঃ সন্তোষপুর, ডাকঘরঃ, আলিনগর, উপজেলাঃ গোমস্তাপুর, জেলাঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৭৩.	প্যারিমোহন সাধারণ গ্রন্থাগার, কাঁচারী, রোড, নওগাঁ
৭৪.	পরানপুর ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় পাঠাগার, গ্রামঃ শিশইল, ডাকঘরঃ ফেটগ্রাম, মান্দা, নওগাঁ
৭৫.	আনিছার রহমান প্রামানিক স্মৃতি পাঠাগার, গ্রাম-ধনেশ্বর, ডাকঘর-পাইকড়া, উপজেলা-আত্রাই, জেলা-নওগাঁ
৭৬.	আড়ানি গণকেন্দ্র পাঠাগার, আড়ানি পৌরসভা, বাঘা, রাজশাহী
৭৭.	আলোকিত সমাজ উন্নয়ন পাঠাগার, পশ্চিম বালিঘাটা, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট
৭৮.	নূরল দেওয়ান স্মৃতি পাঠাগার, দক্ষিন দেওয়ান পাড়া,সদর, জয়পুরহাট
৭৯.	সূর্যোদয় মহিলা সমাজকল্যাণ গ্রন্থাগার, শিমুলতলী বাজার, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট
৮০.	মনোয়ারা স্মৃতি পাঠাগার, রতনপুর, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট
৮১.	আলহাজ্ব খোদেজা আমিন পাঠাগার গ্রাম ও পোঃ সেলন্দা, উপজেলাঃ সাঁথিয়া, পাবনা
৮২.	অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরি, আব্দুল হামিদ রোড, পাবনা
৮৩.	জীবন পথের প্রদীপ পাঠাগার, নন্দনপুর, সাঁথিয়া, পাবনা
৮৪.	নাজিরপুর জনকল্যাণ পাঠাগার, গ্রামঃ নাজিরপুর হাটপাড়া, পোঃ বিপি নাজরিপুর, উপজেলাঃ সদর, জেলাঃ পাবনা
৮৫.	শেখ নবীর উদ্দিন আদর্শ পাঠাগার, গ্রামঃ ঝাঐল, কামারখন্দ, জেলাঃ সিরাজগঞ্জ
৮৬.	মওলা তর্কবাগীশ পাঠাগার, সলঙ্গা বাজার, ডাকঘরঃ সলঙ্গা, থানাঃ সলঙ্গা, উপজেলাঃ রায়গঞ্জ, জেলাঃ সিরাজগঞ্জ
৮৭.	সামিরন স্মৃতি পাঠাগার, গ্রামঃ নওগাঁও, ডাকঘরঃ শরিফাবাদ,উপজেলাঃ তাড়াশ, জেলাঃ সিরাজগঞ্জ
৮৮.	সবুজ বাংলা গণ কল্যাণ গ্রন্থাগার, গ্রামঃ জামতৈল, ডাকঘরঃ গাবেরপাড়া, উপজেলাঃ বেলকুচি, জেলাঃ সিরাজগঞ্জ
৮৯.	সাকিব সমাজ কল্যাণ পাঠাগার গ্রামঃ বয়ড়াদিঘী, পোঃ রানীরহাট, উপজেলাঃ শাজাহানপুর, জেলাঃ বগুড়া
৯০.	আশার আলো-গণগ্রন্থাগার, নিমাইদীঘি, ছাতিয়ান ,গ্রাম, আদমদীঘি, বগুড়া
৯১.	জাহানারা আলতাফ গণগ্রন্থাগার, শেখাহার মন্ডল পাড়া, পোঃ কাজিপাড়া, উপজেলা:কাহালু, জেলাঃ বগুড়া
৯২.	জোতদার নবীর উদ্দিন ও গোলাম রব্বানী স্মৃতি পাঠাগার, গ্রামঃ হলিদাবগা, ডাকঘরঃ ভেলূরপাড়া, উপজেলাঃ সোনাতলা, জেলাঃ বগুড়া
৯৩.	চলনবিল গণকেন্দ্র পাঠাগার, কামালয়, ডাকঘরঃ খুবজীপুর, উপজেলা; গুরুদাসপুর, জেলাঃ নাটোর
৯৪.	সূর্যমুখী সমাজকল্যাণ গ্রন্থাগার, উত্তর শাখাউপজেলাঃ নাটোর, জেলাঃ নাটোর
৯৫.	খুবজীপুর নজরুল প্রগতি সংঘ, খুবজীপুর, উপজেলা; গুরুদাসপুর, জেলাঃ নাটোর
৯৬.	আব্দুর রহমান গণপাঠাগার, তেবাড়িয়া, পো.+উপজেলা+জেলাঃ নাটোর
৯৭.	পশ্চিম ধলই প্রগতি পাঠাগার, গ্রামঃ পশ্চিম ধলই, পোঃ কাটিরহাট, উপজেলাঃ হাটহাজারী, জেলাঃ চট্টগ্রাম।
৯৮.	শিলাইগড়া গণপাঠাগার, গ্রাম-শিলাইগড়া, উপজেলা-চট্টগ্রাম, জেলা-চট্টগ্রাম
৯৯.	উপকূলীয় পাবলিক লাইব্রেরী, গ্রামঃ খুদুককালী, ডাকঘরঃ ছনুয়া, উপজেলাঃ বাঁশখালী, জেলাঃ চট্টগ্রাম।
১০০.	সাহিত্যিক অশোক স্মৃতি পাঠাগার, গ্রামঃ হাইদচকিয়া, পোঃ পাইন্দং, থানাঃ ফটিকছড়ি, জেলাঃ চট্টগ্রাম
১০১.	পহরচাঁদা আদর্শ পাঠাগার, পহরচাঁদা, বরইতলী, চকরিয়া, কক্সবাজার
১০২.	বৃহত্তর ঈদাগাঁও পাবলিক লাইব্রেরি, ঈদাগাঁও বাজার, জালালাবাদ, উপজেলাঃ সদর, জেলাঃ কক্সবাজার।
১০৩.	জ্ঞানান্বেষণ পাঠাগার, ঠিকানাঃ পূর্ব রাজারকুল, ৯ নং ওয়ার্ড, উপজেলাঃ রামু, জেলাঃ কক্সবাজার
১০৪.	মেহেরাজ স্মৃতি পাঠাগার, গ্রাম-বাহারছড়া, ডাকঘর-ঈদগাঁও, থানা-সদর, জেলা-কক্সবাজার
১০৫.	মংজয় পাড়া গণপাঠাগার, গ্রামঃ মংজয় পাড়া, ডাকঘরঃ মরিচ্যা বাজার, নাইক্ষ্যংছড়ি, জেলাঃ বান্দরবান

ক্রমিক নং	গ্রন্থাগারের নাম ও অবস্থান
১০৬.	মংচিঅং স্মৃতি গণগ্রন্থাগার, গ্রাম: বরইতলী পাড়া, ডাকঘর: মরিচ্যা বাজার, নাইক্ষ্যংছড়ি, জেলা: বান্দরবান
১০৭.	এম এন লারমা স্মৃতি গণপাঠাগার, দেবাশীষ নগর, ডাকঘর, উপজেলা, জেলা- রাঙ্গামাটি
১০৮.	মেহেদী গণপাঠাগার, গ্রাম ও ডাকঘর- পশ্চিম গাটিয়াডেঙ্গা, উপজেলা-সাতকানিয়া, জেলা চট্টগ্রাম
১০৯.	পাটটুরুটুরু বইয়ো ভা, রাজদ্বীপ, উপজেলা: সদর, জেলা: রাঙ্গামাটি
১১০.	মনোতোষ স্মৃতি পাঠাগার, গ্রাম: সোনাইছড়ি, ডাকঘর: বেতবুনিয়া, উপজেলা: কাউখালী, জেলা: রাঙ্গামাটি
১১১.	জ্ঞান কীর্তি স্মৃতি পাঠাগার, ঘাগড়া বাজার, উপজেলা: কাউখালী, জেলা: রাঙ্গামাটি
১১২.	উত্তর বড়বিলি গণগ্রন্থাগার, গ্রাম: উত্তর বড়বিলি, ডাকঘর: বেতবুনিয়া-৪৫১১, উপজেলা: কাউখালী, জেলা: রাঙ্গামাটি
১১৩.	মহামায়া গণপাঠাগার, গ্রাম: মাটিয়া গোদা, ডাকঘর: চাঁদগাজী, উপজেলা: ছাগলনাইয়া, জেলা: ফেনী
১১৪.	ছাগলনাইয়া গণপাঠাগার, গ্রাম: ছাগলনাইয়া, ডাকঘর: ছাগলনাইয়া, জেলা: ফেনী
১১৫.	সামছুল হক স্মৃতি গ্রন্থাগার, গ্রাম+ডাকঘর: এনায়েতনগর, উপজেলা: দাগনভুঞা, জেলা: ফেনী
১১৬.	মরহুম আলহাজ্ব মোহাম্মদ নুরুল হুদা সাহেব স্মৃতি পাঠাগার, কাজিরখিল, গ্রাম ও ডাক-কাজিরখিল, উপজেলা-সেনবাগ, জেলা-নোয়াখালী
১১৭.	ঘোষকামতা গণপাঠাগার, গ্রাম+ডাকঘর: ঘোষকামতা, উপজেলা: সোনাইমুড়ী, জেলা: নোয়াখালী
১১৮.	মাস্টারপাড়া পাঠাগার, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ রোড, মাইজদী উপজেলা: সদর, জেলা: নোয়াখালী
১১৯.	এফ. ইসলাম হেরিটেজ আরকাইভ্স, হাবিব সুফিয়া ম্যানশন, হাজী আছমত উল্যা মসজিদ বাড়ী, মাইজদী কোর্ট, নোয়াখালী
১২০.	বনলতা পাঠাগার, বাংলাবাজার, উপজেলা: বেগমগঞ্জ, জেলা: নোয়াখালী
১২১.	চলন্তিকা গ্রন্থাগার, চরমানসা, ডাকঘর: ভবানীগঞ্জ, উপজেলা ও জেলা: লক্ষ্মীপুর
১২২.	আলোর দিশারি পাঠাগার, চরসেকান্দর ৪নং ওয়ার্ড, রামগতি পৌরসভা, ডাকঘর: নুরিয়া মাদ্রাসা, উপজেলা: রামগতি, জেলা: লক্ষ্মীপুর
১২৩.	মাওলানা হোসেন পাঠাগার, তোরাবগঞ্জ, ডাকঘর: তোরাবগঞ্জ, উপজেলা: কমলনগর, জেলা: লক্ষ্মীপুর
১২৪.	নন্দন পাঠাগার, পো: তেয়ারীগঞ্জ, উপজেলা: সদর, জেলা: লক্ষ্মীপুর
১২৫.	জুলফু মিয়া স্মৃতি পাঠাগার, আঙ্গুলখোঁড়, বাংগড্ডা বাজার, নাঙ্গলকোট, কুমিল্লা
১২৬.	রেগা লাইব্রেরি, মিলনপুর, উপজেলা: খাগড়াছড়ি সদর, জেলা: খাগড়াছড়ি
১২৭.	ঠাকুরছড়া জাগরণ পাঠাগার, গ্রাম: ঠাকুরছড়া, ডাকঘর: খাগড়াছরড়ি, উপজেলা: সদর, জেলা: খাগড়াছড়ি
১২৮.	কুন্ডলা স্মৃতি পাঠাগার, মগাইছড়ি, মামা পাড়া, লক্ষীছড়ি, খাগড়াছড়ি
১২৯.	সুপটিপনো পাঠাগার, গ্রাম: মাস্টার পাড়া, ডাকঘর: রামগড়, উপজেলা: রামগড়, জেলা: খাগড়াছড়ি
১৩০.	বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: আবুল হাসেম পাঠাগার, গ্রাম/মহল্লা: বারুর, উপজেলা: দেবিদ্বার, জেলা: কুমিল্লা
১৩১.	ড. আলী হোসেন চৌধুরী পাঠাগার, গ্রাম: ঘিলাতলী, বিবির বাজার, আদর্শ সদর, জেলা: কুমিল্লা
১৩২.	সামসুন্নাহার স্মৃতি পাঠাগার, গ্রাম: রানীমঞ্জুরী, পো: জাহাপুর, উপজেলা: মুরাদনগর, জেলা: কুমিল্লা
১৩৩.	ব্রাহ্মণ শাসন সমাজ কল্যাণ পাঠাগার, গ্রাম: ব্রাহ্মণ শাসন, পো: নুরুপুর, নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১৩৪.	বঙ্গবন্ধু স্মৃতি গণ গ্রন্থাগার, চুন্টা, উপজেলা: সরাইল, জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১৩৫.	অধ্যক্ষ শেখ আবু হামেদ গণগ্রন্থাগার, কালীকচ্ছ, ডাকঘর: কালীকচ্ছ, উপজেলা: সরাইল, জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১৩৬.	চেতনায় স্বদেশ গণগ্রন্থাগার, ২৮১ শিমরাইলকান্দি, উপজেলা: সদর, জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া
১৩৭.	মকবুল হোসেন খান গ্রন্থাগার, গ্রাম: লধুয়া, ডাকঘর: লুধুয়া, উপজেলা; মতলব উত্তর, জেলা: চাঁদপুর
১৩৮.	আদর্শ পাঠাগার ও সমাজ কল্যাণ সংঘ, গ্রাম: মাতৈন, পো: হাজীগঞ্জ, উপজেলা: হাজীগঞ্জ, জেলা: চাঁদপুর
১৩৯.	অগ্রণী বহুমুখী পাঠাগার, গ্রাম: পলাশপুর,উপজেলা: কচুয়া, জেলা: চাঁদপুর
১৪০.	সু-দীপ্ত সপ্তবর্ণা গ্রন্থাগার, গ্রাম: উত্তর মৈষাদী, ডাকঘর: গজরা বাজার, মতলব উত্তর, চাঁদপুর
১৪১.	রহমান স্মৃতি পাঠাগার, গ্রাম: আক্কেল মাহমুদ মুন্সীকান্দি, ডাকঘর: জাজিরা, উপজেলা: জাজিরা, জেলা: শরীয়তপুর।
১৪২.	নড়িয়া গণপাঠাগার, ডাকঘর: নড়িয়া, উপজেলা: নড়িয়া, জেলা: শরীয়তপুর
১৪৩.	কুচাইপট্টি আব্দুর রাজ্জাক স্মৃতি পরিষদ ও পাঠাগার, কুচাইট্টি, গোসাইরহাট, শরীয়তপুর
১৪৪.	আব্দুর রহিম স্মৃতি পাঠাগার, গ্রাম: আলাওলপুর, ডাকঘর: গোসাইরহাট, উপজেলা: গোসাইরহাট, জেলা: শরীয়তপুর।

প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্তের বিশ্লেষণ

জরিপের আওতাধীন গ্রন্থাগারসমূহের পাঠক ও গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিতরণের জন্য দুই সেট প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করা হয়। চারটি বিভাগের ১৪৪টি গ্রন্থাগারের ৭১৭ জন গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর মধ্যে প্রশ্নমালা বিতরণ করা হয়। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত উপাত্ত সংগ্রাহকেরা সশরীরে উপস্থিত থেকে পাঠক/সেবাগ্রহীতা এবং গ্রন্থাগারিক/গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে প্রশ্নমালা পূরণে সহায়তা করেন।

গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের বিশ্লেষণ

গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্ত নিচের সারণিগুলোর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

সারণি-১: গ্রন্থাগার ব্যবহারের অভিজ্ঞতা (ব্যবহারকারীদের বয়সভিত্তিক বিন্যাস)

বয়স	১ বছরের কম	১ বছর	২ বছর	৩ বছর	৪ বছর	৫ বছর	৬ বছরের বেশি	মোট
অনুর্ধ্ব ১০	৩	০	১	০	০	০	০	**৪ (০.৫৬)**
১০-১৫ বছর	৩৬	২৩	১৪	৬	৯	১	৬	**৯৫ (১৩.২৫)**
১৫-২০	৪১	৩৮	৪৩	৩৪	১৬	১৬	১৯	**২০৭ (২৮.৮৭)**
২০-২৫	১২	২২	১৭	১৭	১৭	৭	১৮	**১১০ (১৫.৩৪)**
২৫-৩০	৯	১১	১৭	১১	৮	১৩	১৫	**৮৪ (১১.৭২)**
৩০-৩৫	১	৫	৭	১০	২	৪	১৪	**৪৩ (৬.০০)**
৩৫-৪০	৩	২	৩	১	৩	৪	১৭	**৩৩ (৪.৬০)**
৪০-৪৫	১	২	৩	২	০	২	২৪	**৩৪ (৪.৭৪)**
৪৫-৫০	০	২	২	২	৫	৩	১৪	**২৮ (৩.৯১)**
৫০+	০	৩	৮	৪	৫	৯	৫০	**৭৯ (১১.০২)**
মোট	**১০৬**	**১০৮**	**১১৫**	**৮৭**	**৬৫**	**৫৯**	**১৭৭**	**৭১৭ (১০০)**

সারণি-১'এ গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের বয়সানুপাতে গ্রন্থাগার ব্যবহারের অভিজ্ঞতা প্রদর্শিত হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের একটি বড় অংশ (২৮.৮৭%) ১৫-২০ বয়স গ্রুপের সদস্য। এদের গত দুই বছরের বেশি সময় ধরে গ্রন্থাগার ব্যবহার করছেন, যদিও পাঁচ বা ছয় বছর ধরে গ্রন্থাগার ব্যবহার করছেন এমন ব্যবহারকারীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। সংখ্যার বিচারে এরপরই আছেন ২০-২৫ বয়স গ্রুপের সদস্যেরা। এরা মোট গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর ১৫.৩৪ শতাংশ। ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম অবস্থানে আছেন যথাক্রমে ১০-১৫, ২৫-৩০ এবং পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সের ব্যবহারকারীরা। এই সারণি থেকে বোঝা যাচ্ছে, শিশু, তরুণ এবং প্রবীণ সব ধরনের পাঠকই গ্রন্থাগার সেবা গ্রহণে আগ্রহী। যে বয়স গ্রুপের সদস্যরা তুলনামূলকভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহার সবচেয়ে কম করে থাকেন তাঁরা হলেন অনুর্ধ্ব ১০ এবং ৪৫-৫০ বয়স গ্রুপের সদস্যরা।

সারণি-২: গ্রন্থাগার ব্যবহারের হার (ব্যবহারকারীদের বয়সভিত্তিক বিন্যাস)

বয়স	প্রতিদিন	সপ্তাহে অন্তত একদিন	মাসে অন্তত একদিন	অন্যান্য	মোট
অনুর্দ্ধ ১০	২	১	০	১	**৪ (০.৫৬)**
১০-১৫ বছর	৪০	৪৭	১	৭	**৯৫ (১৩.২৫)**
১৫-২০	৭৬	৯৩	১৩	২৫	**২০৭ (২৮.৮৭)**
২০-২৫	৪৭	৩১	১১	২১	**১১০ (১৫.৩৪)**
২৫-৩০	৪৮	২০	৮	৮	**৮৪ (১১.৭২)**
৩০-৩৫	২১	১৫	১	৬	**৪৩ (৬.০০)**
৩৫-৪০	১১	১৪	১	৭	**৩৩ (৪.৬০)**
৪০-৪৫	১৫	৯	৬	৪	**৩৪ (৪.৭৪)**
৪৫-৫০	১১	১৪	০	৩	**২৮ (৩.৯১)**
৫০+	৪২	২০	৫	১২	**৭৯ (১১.০২)**
মোট	**৩১৩**	**২৬৪**	**৪৬**	**৯৪**	**৭১৭ (১০০)**

সারণি–২’এ দেখা যাচ্ছে, প্রতিদিন অন্তত একবার গ্রন্থাগার ব্যবহারে যে বয়স গ্রুপের সদস্যরা এগিয়ে আছেন তাঁরা হচ্ছেন ১৫-২০ বয়সী ব্যবহারকারীরা। এরপরই আছেন ২৫-৩০ এবং ২০-২৫ বয়স গ্রুপের সদস্যেরা। পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়সের ব্যবহারকারীদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশও প্রতিদিন গ্রন্থাগার ব্যবহার করে থাকেন। প্রতিদিন গ্রন্থাগার ব্যবহারের সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা বয়স গ্রুপ হচ্ছে অনুর্দ্ধ ১০, ৩৫-৪০ ও ৪৫-৫০। সপ্তাহে অন্তত একদিন গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন এমন ব্যবহারকারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ১৫-২০ বয়স গ্রুপের মধ্যে। এদের ৪৪.৯২ শতাংশই সপ্তাহে অন্তত একবার গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন। ১০-১৫ বছরের গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের ৪৯.৪৭ শতাংশ সপ্তাহে অন্তত একদিন গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন।

সারণি-৩: গ্রন্থাগার সামগ্রী ব্যবহারের হার (বহুনির্বাচনী উত্তর)

অধিক ব্যবহৃত সামগ্রী	সংখ্যা	শতাংশ
গল্প-উপন্যাস	৩৯৮	৫৫.৫%
ইতিহাস-সংস্কৃতি	২৬৮	৩৭.৪%
প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী	২০৫	২৮.৬%
দৈনিক পত্রিকা, সাময়িকী	৩২০	৪৪.৬%
অন্যান্য	১৫২	২১.২%

গল্প ও উপন্যাস, বিশেষত উপন্যাসের প্রতি পাঠকদের আগ্রহের কথা সর্বজনবিদিত। উপরের সারণিতেও তার স্বীকৃতি পাওয়া যাচ্ছে। সারণিতে দেখা যাচ্ছে, গল্প ও উপন্যাস পাঠক আগ্রহের শীর্ষে (৫৫.৫%) অবস্থান করছে। পাঠকের আগ্রহের বিচারে দৈনিক পত্রিকা ও সাময়িকী দ্বিতীয় স্থান দখল করে আছে (৪৪.৬%)। আগ্রহোদ্দীপক বিষয় হচ্ছে, পাঠকদের পছন্দের নিরিখে ইতিহাস-সংস্কৃতি ও প্রবন্ধ-ভ্রমণকাহিনীও যথেষ্ট এগিয়ে আছে (যথাক্রমে ৩৭.৪% ও ২৮.৬%)।

সারণি-৪: গ্রন্থাগারে যে সামগ্রীর অভাব অনুভূত হয় (বহুনির্বাচনী উত্তর)

যে সামগ্রীর অভাব অনুভূত হয়	সংখ্যা	শতাংশ
পাঠকের চাহিদা অনুসারে সংগৃহীত বই	৩৭৭	৫২.৬%
ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার	৫১৩	৭১.৫%
চেয়ার-টেবিল ও অন্যান্য আসবাবপত্র	৩২৭	৪৫.৬%
অন্যান্য	৯০	১২.৬%

একুশ শতকের প্রযুক্তিনির্ভর এ সমাজে তথ্যপ্রযুক্তি আমাদের জীবনের অপরিহার্য একটি অনুষঙ্গে পরিণত হয়েছে। শ্রেণি-পেশা-বয়স নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণ প্রযুক্তির ওপর ক্রমশ আরও বেশি করে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। উপরের সারণিতেও এর প্রতিফলন লক্ষ করা যাচ্ছে। ‘গ্রন্থাগারে কোন সামগ্রীর অভাব সবচেয়ে বেশি অনুভব করেন?’–এ প্রশ্নের জবাবে ৭১.৫ শতাংশ উত্তরদাতা ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটারের অভাব সবচেয়ে বেশি অনুভব করেন বলে জানিয়েছেন। পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের বইয়ের অভাব অনুভব করেন উত্তরদাতাদের ৫২.৬ শতাংশ। এছাড়া ৪৫.৬ শতাংশ পাঠক উল্লেখ করেছেন চেয়ার-টেবিল ও অন্যান্য আসবাবপত্রের কথা।

সারণি-৫: গ্রন্থাগার সেবার ব্যাপারে সন্তুষ্টির হার

বয়স	সন্তুষ্ট	মোটামুটি সন্তুষ্ট	সন্তুষ্ট নয়	মোট
অনুর্ধ্ব ১০	২	২	০	৪ (০.৫৬)
১০-১৫ বছর	৬৫	২৯	১	৯৫ (১৩.২৫)
১৫-২০	১৩০	৭৩	৪	২০৭ (২৮.৮৭)
২০-২৫	৭৭	৩১	২	১১০ (১৫.৩৪)
২৫-৩০	৬১	২৩	০	৮৪ (১১.৭২)
৩০-৩৫	২৪	১৬	৩	৪৩ (৬.০০)
৩৫-৪০	২৫	৮	০	৩৩ (৪.৬০)
৪০-৪৫	১৬	১৭	১	৩৪ (৪.৭৪)
৪৫-৫০	২১	৭	০	২৮ (৩.৯১)
৫০+	৫৪	২৫	০	৭৯ (১১.০২)
মোট	**৪৭৫**	**২৩১**	**১১**	**৭১৭ (১০০)**

উপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, বয়স গ্রুপ নির্বিশেষে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ গ্রন্থাগার সেবার মান নিয়ে সন্তুষ্ট। সেবার মান নিয়ে সন্তুষ্ট নন, এমন গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর সংখ্যা সামগ্রিক বিচারে নগণ্য বলা চলে। তবে গ্রন্থাগার সেবার ব্যাপারে ‘মোটামুটি সন্তুষ্ট’–এমন গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। যেমন, ১৫-২০ বয়স গ্রুপের সদস্যদের ৩৫.২৬ শতাংশ গ্রন্থাগার সেবার মান নিয়ে ‘মোটামুটি সন্তুষ্টি’র কথা জানিয়েছেন। অন্যদিকে ২০-২৫ বয়স গ্রুপের গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের ২৮.১৮ শতাংশ এবং ২৫-৩০ বয়স গ্রুপের ব্যবহারকারীদের ২৭.৩৮ শতাংশও জানিয়েছেন, গ্রন্থাগার সেবা নিয়ে তাঁরা ‘মোটামুটি সন্তুষ্ট’। এ থেকে বোঝা যায়, পাঠকের সন্তুষ্টি বিধানে গ্রন্থাগারগুলোর এখনও নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণের প্রযোজনীয়তা রয়েছে।

সারণি-৬: গ্রন্থাগার সেবা নিয়ে মতামত (বহুনির্বাচনী উত্তর)

গ্রন্থাগার সেবার মানোন্নয়ন নিয়ে মতামত	সংখ্যা	শতাংশ
পাঠক চাহিদা অনুযায়ী বই বৃদ্ধি	৪৬৬	৬৫.০%
গ্রন্থাগারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন	৪৫২	৬৩.০%
গ্রন্থাগারের সময়সূচি পরিবর্তন	১০৭	১৪.৯%
ইন্টারনেট সুবিধা	৪১৩	৫৭.৬%
ফটোকপি সুবিধা	২৬৪	৩৬.৮%
অন্যান্য	৬৫	৯.১%

উপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, ‘গ্রন্থাগারের সেবা কীভাবে বৃদ্ধি করা যেতে পারে?’–এ জিজ্ঞাসার জবাবে পাঠকদের চাহিদা অনুযায়ী তাদের পছন্দমত বইয়ের সংখ্যা বাড়ানো এবং গ্রন্থাগারের সুযোগ সুবিধার উন্নয়ন (অবকাঠামোগত উন্নয়ন) অগ্রবর্তী স্থানে আছে। যথাক্রমে ৬৫ শতাংশ ও ৬৩ শতাংশ সেবাগ্রহীতা এ দুটো অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে গ্রন্থাগারে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করার পক্ষেও অবস্থান নিয়েছেন সেবাগ্রহীতাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক একটি অংশ (৫৭.৬%)। এছাড়া রিপ্রোগ্রাফিক সুবিধা (ফটোকপি) এবং গ্রন্থাগার খোলা রাখার সময় বৃদ্ধি করার পক্ষেও অভিমত প্রকাশ করেছেন উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ব্যবহারকারী (যথাক্রমে ৩৬.৮% এবং ১৪.৯%)।

সারণি-৭: গ্রন্থাগার কর্মীদের আচরণ

গ্রন্থাগার কর্মীদের আচরণ	সংখ্যা	শতাংশ
সহযোগিতাপূর্ণ	৬৪৯	৯০.৫
মোটামুটি সহযোগিতাপূর্ণ	৬৬	৯.২
সহযোগিতাপূর্ণ নয়	২	০.৩
মোট	**৭১৭**	**১০০.০**

গ্রন্থাগার ব্যবহারে পাঠকের মনে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টির পেছনে গ্রন্থাগার কর্মীদের সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জরিপে অংশগ্রহণকারী পাঠকদের সিংহভাগই (৯০.৫%) গ্রন্থাগার কর্মীদের আচরণ নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থাগার কর্মীদের আচরণকে মোটামুটি সন্তোষজনক বলেছেন ৯.২ শতাংশ। মাত্র ০.৩ শতাংশ পাঠক গ্রন্থাগার কর্মীদের আচরণ সহযোগিতাপূর্ণ নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন।

সারণি-৮: গ্রন্থাগারের তহবিল প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সম্বন্ধে অবগতি

গ্রন্থাগারটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুদানপ্রাপ্ত–এ সম্বন্ধে ব্যবহারকারী সচেতন কিনা	সংখ্যা	শতাংশ
হ্যাঁ	৫৫৪	৭৭.৩
না	১৬৩	২২.৭
মোট	**৭১৭**	**১০০.০**

‘গ্রন্থাগারটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুদানপ্রাপ্ত–এ সম্বন্ধে ব্যবহারকারী সচেতন কিনা’–এমন প্রশ্নের জবাবে ৭৭.৩ শতাংশ ব্যবহারকারী জানিয়েছেন, তাঁরা এ বিষয়ে সচেতন। ২২.৭ শতাংশ ব্যবহারকারী এ বিষয়ে তাঁদের অজ্ঞতা/অসচেতনতার কথা জানিয়েছেন। এ থেকে এটি স্পষ্ট যে সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ সেবাগ্রহীতাদেরকে গ্রন্থাগারে পৃষ্ঠপোষণা দানকারী কর্তৃপক্ষের পরিচয় সম্বন্ধে অবহিত করে থাকেন।

সারণি-৯ঃ পাঠাভ্যাসহ্রাস পাওয়ার কারণ সম্বন্ধে ব্যবহারকারীদের অভিমত (বহুনির্বাচনী উত্তর)

পাঠাভ্যাসহ্রাস পাওয়ার কারণ	সংখ্যা	শতাংশ
মোবাইল ফোন ও প্রযুক্তিতে আসক্তি	৬৫৭	৯১.৬%
পরিবার থেকে উৎসাহিত না করা/সহযোগিতা না পাওয়া	৭১৬	৯৯.৯%
সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়	৬০১	৮৩.৮%
অন্যান্য	৩৬১	৫০.৩%

বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, বিশেষত তরুণ সমাজের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস কমে যাওয়া বর্তমান সময়ের একটি আলোচিত বিষয়। বাংলাদেশে এ নিয়ে ব্যাপকভিত্তিক গবেষণা খুব বেশি না হলেও মানুষের পাঠাভ্যাস কমে যাওয়ার নানাবিধ কারণ আলোচিত হয় এবং সে দৃষ্টিকোণ থেকেই এ জরিপে অংশগ্রহণকারী পাঠকদের কাছে পাঠাভ্যাস হ্রাস পাওয়ার কারণ সম্বন্ধে অভিমত জানতে চাওয়া হয়। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, পরিবার থেকে উৎসাহিত না করা/সহযোগিতা না পাওয়া (৯৯.৯%) এবং মোবাইল ফোন ও প্রযুক্তিতে আসক্তিকেই (৯১.৬%) পাঠাভ্যাস কমে যাওয়ার পেছনে প্রধানত দায়ী বলে মনে করছেন পাঠকেরা। এর পাশাপাশি ৮৩.৮ শতাংশ পাঠক সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধকে দায়ী করেছেন। ৫০.৩% পাঠক অন্যান্য কারণকেও এজন্য দায়ী করেছেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির জন্য সম্মিলিত উদ্যোগের অভাব, অন্যান্য বিনোদনমাধ্যমের অভাব, স্কুল-কলেজ গ্রন্থাগারের দুরবস্থা, মানসম্মত বইয়ের অভাব, পুস্তকের উচ্চমূল্য ইত্যাদি।

গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের বিশ্লেষণ

ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ–এই চারটি বিভাগের মোট ১৩৬টি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক/কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রশ্নমালার মাধ্যমে উপাত্ত সংগৃহীত হয়। প্রাপ্ত উপাত্তের বিশ্লেষণ নিচের সারণিগুলোর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

সারণি-১ঃ গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন

গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন আছে কিনা	সংখ্যা	শতাংশ
হ্যাঁ	৬৮	৫০.০
না	৬৮	৫০.০
মোট	১৩৬	১০০.০

দেখা গেছে, যেসব গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন রয়েছে তারা নির্বিঘ্নে পাঠকসেবাসহ নানাবিধ কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করতে পারে। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, জরিপের আওতাধীন গ্রন্থাগারের ৫০ শতাংশ (৬৮টি) নিজস্ব ভবনে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সামগ্রিক বিচারে এ হারকে উল্লেখযোগ্য বলতে হবে।

সারণি-২: নিজস্ব ভবনের অনুপস্থিতিতে গ্রন্থাগারের অবস্থান

নিজস্ব ভবনের অনুপস্থিতিতে গ্রন্থাগারের কর্মকাণ্ড যেখানে পরিচালিত হয়	সংখ্যা	শতাংশ
ভাড়া বাড়ি	৩৯	৫৭.৩৫
শিক্ষা/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভবনে	৪	৫.৮৮
গ্রন্থাগার উদ্যোক্তার নিজ বাসস্থানে	১৮	২৬.৪৭
অন্যান্য	৭	১০.২৯
মোট	৬৮	

যেসব গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন নেই তারা ভাড়া বাড়ি, উদ্যোক্তার বাসভবনসহ বিভিন্ন স্থান থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। উপরিউক্ত সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, যেসব গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন নেই তাদের ৫৭ শতাংশ গ্রন্থাগার ভাড়া বাড়িতে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২৬.৪৭% উদ্যোক্তাদের বাসভবনে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ৫.৮৮ শতাংশ গ্রন্থাগার শিক্ষা বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভবনে অবস্থান করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সারণি-৩: গ্রন্থাগারের আয়ের উৎস (বহুনির্বাচনী উত্তর)

আয়ের উৎস	সংখ্যা	শতাংশ
সরকারি অনুদান	১২৪	৯১.২
মাসিক চাঁদা	৮৯	৬৫.৪
ব্যাংকে স্থায়ী আমানত (ফিক্সড ডিপোজিট)	১২	৮.৮
ব্যক্তিগত অনুদান	১০২	৭৫.০
অন্যান্য	১৭	১২.৫

বেসরকারি গ্রন্থাগার পরিচালনায় অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান। গ্রন্থাগার পরিচালনার ব্যয় ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, এ পরিস্থিতিতে অর্থ সংস্থান করতে গিয়ে গ্রন্থাগারগুলোকে নানারকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। উপরিউক্ত সারণিতে দেখা যাচ্ছে, জরিপের আওতাধীন গ্রন্থাগারসমূহের ৯১.২ শতাংশ সরকারি অনুদানের ওপর নির্ভরশীল। ব্যক্তিগত অনুদানও বেসরকারি গ্রন্থাগারের তহবিলের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের (৭৫%) জোগান দিচ্ছে। গ্রন্থাগার পরিচালনায় তহবিলের তৃতীয় বড় (৬৫.৪%) উৎস হচ্ছে সদস্যদের মাসিক চাঁদা।

সারণি-৪: গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা

আয়ের উৎস	সংখ্যা	শতাংশ
অনুর্ধ্ব ১০০০	৪৫	৩৩.১
১০০০-১৫০০	২১	১৫.৪
১৫০০-২০০০	১১	৮.১
২০০০-২৫০০	১০	৭.৪
২৫০০-৩০০০	৯	৬.৬
৩০০০-৩৫০০	৪	২.৯
৩৫০০-৪০০০	১০	৭.৪
৪০০০-৪৫০০	২	১.৫
৪৫০০-৫০০০	৫	৩.৭
৫০০০+	১৯	১৪.০
মোট	**১৩৬**	**১০০.০**

গ্রন্থাগারগুলোর সংগ্রহ সংখ্যা নানারকম হয়ে থাকে। সাধারণত দেখা যায় যেসব গ্রন্থাগার দীর্ঘদিন ধরে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে, শহর বা মফস্বল এলাকায় অবস্থিত, তাদের সংগ্রহের পরিমাণ অন্য গ্রন্থাগারসমূহের তুলনায় বেশি। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও রয়েছে। উপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, জরিপকৃত গ্রন্থাগারসমূহের এক তৃতীয়াংশের (৩৩.১%) পুস্তক সংখ্যা এক হাজারের কম। পুস্তক সংখ্যা এক থেকে দেড় হাজারের মধ্যে, এমন গ্রন্থাগারের সংখ্যা ১৫.৪ শতাংশ। পুস্তক সংখ্যা ৫ হাজারের ঊর্ধ্বে, এমন গ্রন্থাগার জরিপকৃত মোট গ্রন্থাগারের ১৪ শতাংশ–যেটিকে একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য বলে ধরতে হবে।

সারণি-৫: গ্রন্থাগারে অ-পুস্তক সামগ্রীর সংখ্যা

অ-পুস্তক সামগ্রীর সংখ্যা	সংখ্যা	শতাংশ
অনুর্ধ্ব ১০	৪৯	৩৬.০
১০-১৫	৪	২.৯
১৫-২০	৬	৪.৪
২০-২৫	২	১.৫
২৫-৩০	২	১.৫
৩০-৩৫	১	.৭
৪৫-৫০	১	.৭
৫০+	১০	৭.৪
মোট	৭৫	৫৫.১

অ-পুস্তক সামগ্রী বলতে অধিকাংশ গ্রন্থাগারই মূলত দৈনিক পত্রিকা ও সাময়িকী (ম্যাগাজিন, গবেষণা জার্নাল ইত্যাদি)-কে বুঝিয়ে থাকে। এছাড়া অ-পুস্তক সামগ্রীর মধ্যে মানচিত্র, অ্যাটলাস (মানচিত্রের বই), গ্যাজেটিয়ার ইত্যাদিও রয়েছে। জরিপে অংশগ্রহণকারী গ্রন্থাগারের মধ্যে ৭৫টি গ্রন্থাগার (মোট গ্রন্থাগারের ৫৫ শতাংশ) অ-পুস্তক সামগ্রী থাকার কথা উল্লেখ করেছে। এদের মধ্যে ৩৬ শতাংশ

জানিয়েছে যে, তাদের মোট সংগ্রহে অ-পুস্তক সামগ্রীর পরিমাণ ১০-টির নিচে। উল্লেখ্য, কোনো গ্রন্থাগার যদি নিয়মিতভাবে একটি দৈনিক পত্রিকা সংরক্ষণ করে সেক্ষেত্রে তারা তাদের অ-পুস্তক সামগ্রীর পরিমাণ 'এক'টি বলে উল্লেখ করেছে, এবং উপরিউক্ত সারণিতে উল্লেখ্য সংখ্যাকে সে দৃষ্টিকোণ থেকেই পরিমাপ করতে হবে। ৫০টির বেশি অ-পুস্তক সামগ্রী সংরক্ষণ করে এমন গ্রন্থাগারের সংখ্যা দশটি।

সারণি-৬: পাঠসামগ্রী সংগ্রহের পন্থা (বহু-নির্বাচনী প্রশ্ন)

সামগ্রী সংগ্রহের পন্থা	সংখ্যা	শতাংশ
ক্রয়	১২১	৮৯.০
অনুদান	১২৯	৯৪.৯
উপহার	১০১	৭৪.৩

বই, সাময়িকীসহ সকল প্রকার গ্রন্থাগার সামগ্রীর ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে সামগ্রী সংগ্রহের জন্য গ্রন্থাগারগুলোকে নানাবিধ কর্মপন্থা হাতে নিতে হচ্ছে। উপরিউক্ত সারণিতে দেখা যাচ্ছে, ৯৪.৯ শতাংশ গ্রন্থাগার দান/অনুদানের মাধ্যমে সামগ্রী সংগ্রহ করে থাকে, ৮৯ শতাংশ গ্রন্থাগার সামগ্রী ক্রয় করে এবং উপহারের মাধ্যমে সামগ্রী সংগ্রহ করে ৭৪.৩ শতাংশ গ্রন্থাগার। সারণিটি থেকে বোঝা যাচ্ছে, একে অন্যের সঙ্গে সামগ্রী বিনিময়ের মাধ্যমে গ্রন্থাগার সামগ্রী সংগ্রহের প্রথাটি বেসরকারি গ্রন্থাগারে অনুপস্থিত।

সারণি-৭: গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত বইয়ের ধরন (বহু-নির্বাচনী প্রশ্ন)

বইয়ের ধরন	সংখ্যা	শতাংশ
গল্প-উপন্যাস	১৩২	৯৭.১
কবিতা	১২৭	৯৩.৪
ভ্রমণ কাহিনি	১১৭	৮৬.০
জীবনী	১১৪	৮৩.৮
মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু বিষয়ক	১৩০	৯৫.৬
পাঠ্যবই	৭৫	৫৫.১
রেফারেন্স	৪৪	৩২.৪
অভিধান	৯৯	৭২.৮
বিদেশী সাহিত্য	৬৯	৫০.৭
সাময়িকী	৭৯	৫৮.১

সর্বাধিক সংখ্যক উত্তরদাতা (৯৭.১%) জানিয়েছেন, তাঁদের গ্রন্থাগারে গল্প-উপন্যাস জাতীয় বই রয়েছে। সাধারণভাবে মনে করা হয় গল্প-উপন্যাসজাতীয় সৃজনশীল সাহিত্য পাঠক আগ্রহের শীর্ষে অবস্থান করে। এখানেও সেই সত্যের সমর্থন মিলছে। এছাড়া যেসব বিষয়ের বইপত্র সংগৃহীত হয় তার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু বিষয়ক বই (৯৫.৬%), কবিতা (৯৩.৪%), ভ্রমণ কাহিনী (৮৬.০%), জীবনী (৮৩.৮%), অভিধান (৭২.৮%) ইত্যাদি প্রধান। সারণিতে দেখা যাচ্ছে, অভিধানের বাইরে বিভিন্ন ধরনের রেফারেন্স বই (বিশ্বকোষ, নির্দেশিকা, বর্ষপঞ্জি ইত্যাদি) গ্রন্থাগার সংগ্রহে সবচেয়ে কম রয়েছে (৩২.৪%) এছাড়া বিদেশি সাহিত্যের বইয়ের সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে কম (৫০.৭%)।

সারণি-৮: সর্বাধিক চাহিদাসম্পন্ন বই (বহুনির্বাচনী উত্তর)

সর্বাধিক চাহিদাসম্পন্ন বই	সংখ্যা	শতাংশ
গল্প-উপন্যাস	১১৬	৮৫.৩
কবিতা	৪৮	৩৫.৩
ভ্রমণ কাহিনি	৪৯	৩৬.০
জীবনী	৫৮	৪২.৬
মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু বিষয়ক	৯৬	৭০.৬
পাঠ্যবই	৩৫	২৫.৭
রেফারেন্স	১০	৭.৪
অভিধান	১৮	১৩.২
বিদেশী সাহিত্য	১৮	১৩.২
সাময়িকী	৩২	২৩.৫

উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, গল্প-উপন্যাসজাতীয় সৃজনশীল বই বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলোতে আগত পাঠকদের চাহিদার শীর্ষে রয়েছে (৮৫.৩%)। আশাব্যঞ্জক তথ্য হচ্ছে, পাঠক চাহিদার দ্বিতীয় শীর্ষস্থানে (৭০.৬%) অবস্থান করছে মুক্তিযুদ্ধ এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর লিখিত গ্রন্থসমূহ। জীবনীগ্রন্থেরও যথেষ্ট পাঠক চাহিদা রয়েছে (৪২.৬%)। এছাড়া উল্লেখযোগ্যসংখ্যক পাঠক ভ্রমণকাহিনী, কবিতা, পাঠ্যবই ও রেফারেন্স সামগ্রী ব্যবহার করে থাকেন। সামগ্রিক অবস্থাদৃষ্টে এটি বলা যায় যে বেসরকারি গ্রন্থাগারে আগত পাঠকদের পাঠ চাহিদায় যথেষ্ট বৈচিত্র্য রয়েছে।

সারণি-৯: গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা

সংরক্ষিত দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা	সংখ্যা	শতাংশ
অনুর্ধ্ব ৫	১১৬	৯২.০৬
৫-১০	৭	৫.৫৫
১০-১৫	১	০.৭৯
১৫-২০	১	০.৭৯
২৫+	১	০.৭৯

জরিপকৃত বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের মধ্যে ৯২.৬ শতাংশ বা ১২৬টিতে দৈনিক পত্রিকা সংরক্ষণ করা হয়। এদের মধ্যে ৯২.০৬ শতাংশ গ্রন্থাগারে প্রতিদিন ৫টির কম দৈনিক পত্রিকা রক্ষিত হয়। ৫ থেকে ১০টি দৈনিক পত্রিকা সংরক্ষিত হয় এমন গ্রন্থাগারের সংখ্যা সাতটি, যা সংবাদপত্র সংরক্ষণকারী মোট গ্রন্থাগারের ৫.৫৫ শতাংশ। গ্রন্থাগারের নিয়মিত ব্যবহারকারীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শুধুমাত্র দৈনিক পত্রিকা পাঠের উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগারে আসেন, এ দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য।

সারণি-১০: প্রাত্যহিক গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর সংখ্যা

প্রাত্যহিক গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী	**সংখ্যা**	**শতাংশ**
অনুর্ধ্ব ১০	২৮	২০.৬
১০-২০	৬৮	৫০.০
২০-৩০	১৮	১৩.২
৩০-৪০	১২	৮.৮
৪০-৫০	২	১.৫
৫০-৬০	৩	২.২
৬০-৭০	১	.৭
৯০-১০০	৪	২.৯
মোট	**১৩৬**	**১০০.০**

বেসরকারি গ্রন্থাগারে পাঠক-ব্যবহারকারীর আগমন কমে যাওয়া নিয়ে অনেক গ্রন্থাগার উদ্যোক্তার মধ্যেই উদ্বেগ রয়েছে। এ বিবেচনা থেকেই গ্রন্থাগারে প্রতিদিন গড়ে কতজন পাঠক আসেন সেটি জানার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়। উপরের সারণি থেকে জানা যাচ্ছে, জরিপকৃত বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের ৫০ শতাংশেই দৈনিক গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১০ থেকে ২০ জন। আশঙ্কার কথা হলো, জরিপকৃত গ্রন্থাগারের এক পঞ্চমাংশে (২০.৬%) দৈনিক পাঠক/সেবাগ্রহীতার সংখ্যা ১০-এর নিচে। প্রতিদিন পঞ্চাশজনের বেশি পাঠক গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন, এমন গ্রন্থাগারের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

সারণি-১১: প্রাত্যহিক নারী গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর সংখ্যা

প্রাত্যহিক নারী ব্যবহারকারীর সংখ্যা	**সংখ্যা**	**শতাংশ**
অনুর্ধ্ব ১০	১০৭	৭৮.৭
১০-২০	২৪	১৭.৬
২০-৩০	২	১.৫
৪০-৫০	২	১.৫
৯০-১০০	১	.৭
মোট	**১৩৬**	**১০০**

বিশেষত গ্রামীণ অঞ্চলে অবস্থিত গ্রন্থাগারে দৈনন্দিন ব্যবহারকারীদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা সাধারণভাবেই বেশ কম থাকে। সামাজিক বিধিনিষেধই এর মূল কারণ হলেও নারীদের মধ্যে সাক্ষরতার নিম্ন হার, সামাজিক গতিশীলতার অভাব ইত্যাদিও এক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে থাকে। উপর্যুক্ত সারণিতে দেখা যাচ্ছে, ৭৮.৭ শতাংশ গ্রন্থাগারে দৈনিক নারী পাঠকের সংখ্যা ১০-এর কম। মাত্র ১৭.৬ শতাংশ গ্রন্থাগারে প্রাত্যহিক নারী ব্যবহারকারী ১০ থেকে ২০-এর মধ্যে। গ্রন্থাগারের নিয়মিত নারী পাঠকদের সংখ্যা ২০-এর অধিক এমন গ্রন্থাগারের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

সারণি-১২: গ্রন্থাগার কর্মীর সংখ্যা

গ্রন্থাগার কর্মী	সংখ্যা	শতাংশ
১-২	১০২	৭৫.০
২-৪	২৩	১৬.৯
৪-৬	২	১.৫
৬-৮	৩	২.২
১০-এর বেশি	৬	৪.৪
মোট	**১৩৬**	**১০০.০**

মানসম্মত গ্রন্থাগার সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার কর্মীর ভূমিকা অপরিসীম। দক্ষ, নিবেদিতপ্রাণ গ্রন্থাগার কর্মী পাঠকের গ্রন্থাগার ব্যবহারকে কার্যকর করে তোলার পাশাপাশি সমাজে পাঠাভ্যাস বৃদ্ধিতেও ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারেন। উপর্যুক্ত সারণি থেকে পরিদৃষ্ট হচ্ছে যে, জরিপকৃত গ্রন্থাগারসমূহের দুই তৃতীয়াংশেই (৭৫%) গ্রন্থাগার কর্মীর সংখ্যা ১ অথবা ২ জন। গ্রন্থাগার কর্মীর সংখ্যা ২ থেকে ৪ জন–এমন গ্রন্থাগারের সংখ্যা ১৬.৯ শতাংশ। গ্রন্থাগার কর্মীর সংখ্যা ৪-এর অধিক, জরিপকৃত গ্রন্থাগারসমূহের মধ্যে এমন গ্রন্থাগারের সংখ্যা খুবই কম।

সারণি-১৩: পূর্ণকালীন গ্রন্থাগারিক আছেন কিনা?

পূর্ণকালীন গ্রন্থাগারিক	সংখ্যা	শতাংশ
হ্যাঁ	৭৯	৫৮.১
না	৫৭	৪১.৯
মোট	**১৩৬**	**১০০.০**

গ্রন্থাগারের কর্মকাণ্ডকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে পূর্ণকালীন গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা ব্যাপক। খণ্ডকালীন গ্রন্থাগারিক পরিপূর্ণ অভিনিবেশ সহকারে পাঠককে সেবাদানে অনেক সময়ই সক্ষম হন না, যেহেতু সময়ের স্বল্পতাহেতু তিনি গ্রন্থাগার খোলা থাকার পুরো সময়টা অনেক সময় গ্রন্থাগারে অবস্থান করতে সক্ষম হন না। তাছাড়া পূর্ণকালীন গ্রন্থাগারিক যে পরিমাণে আন্তরিকতা নিয়ে সেবাদান করেন, খণ্ডকালীন গ্রন্থাগারিকের পক্ষে সেটি অনেক সময় সম্ভব হয় না। উপর্যুক্ত সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, জরিপকৃত গ্রন্থাগারের ৫৮.১ শতাংশে পূর্ণকালীন গ্রন্থাগারিক রয়েছেন। বাকি গ্রন্থাগারগুলো খন্ডকালীন গ্রন্থাগারিক দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে।

সারণি-১৪: গ্রন্থাগারিকের পেশাগত প্রশিক্ষণ আছে কিনা

গ্রন্থাগারিকের পেশাগত প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	শতাংশ
হ্যাঁ	২৩	১৬.৯
না	১১৩	৮৩.১
মোট	**১৩৬**	**১০০.০**

পাঠক-ব্যবহারকারীদের সন্তোষজনক সেবাদানের জন্য প্রশিক্ষিত গ্রন্থাগারিক প্রয়োজন। প্রশিক্ষিত গ্রন্থাগারিক স্বল্প সময়ে দ্রুত সেবাদান করতে পারেন, উদ্ভাবনী নানা সেবা প্রদান করতে পারেন এবং পাঠকদের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, জরিপের আওতাধীন গ্রন্থাগারসমূহের মাত্র ১৬.৯ শতাংশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক রয়েছেন। ৮৩.১ শতাংশ গ্রন্থাগারিকই প্রশিক্ষিত নন। পেশাগত প্রশিক্ষণের অভাব নিঃসন্দেহে উন্নতমানের গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবা দেয়ার পথে অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে।

সারণি-১৫: গ্রন্থাগার সামগ্রীর বিন্যাস

সামগ্রীর বিন্যাস	সংখ্যা	শতাংশ
শ্রেণিকরণ ও সূচিকরণের পদ্ধতিগত নিয়মানুসারে	৯	৬.৬
নিজস্ব পদ্ধতিতে	১২৭	৯৩.৪
মোট	**১৩৬**	**১০০.০**

গ্রন্থাগার সামগ্রী বিজ্ঞানসম্মত, পদ্ধতিগত উপায়ে বিন্যস্ত না হলে সামগ্রীর অনুসন্ধান ও ব্যবহার বাধাগ্রস্ত হয়। এ কারণে গ্রন্থাগারের পাঠসামগ্রী শ্রেণিকরণ ও সূচিকরণের নিয়ম মেনে যথাযথভাবে সংগঠিত হওয়া উচিত। উপরিউক্ত সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, মাত্র ৬.৬ শতাংশ গ্রন্থাগারের পাঠসামগ্রী সমূহ শ্রেণিকরণ ও সূচিকরণের পদ্ধতি মেনে সংগঠিত বা বিন্যস্ত হয়েছে। সিংহভাগ গ্রন্থাগারই সার্বজনীন, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি না মেনে নিজেদের মতো করে সামগ্রী সংগঠন/বিন্যাসের কাজটি করছে যা সর্বোচ্চ মানের সেবাদানের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

সারণি-১৬: সামগ্রী ধার নেয়া

বাড়িতে পড়ার জন্য সামগ্রী ধার নেয়ার সুযোগ	সংখ্যা	শতাংশ
হ্যাঁ	১১৬	৮৫.৩
না	২০	১৪.৭
মোট	১৩৬	১০০.০

গ্রন্থাগার সামগ্রী বাড়িতে পড়ার জন্য ধার নেয়ার সুবিধা থাকলে গ্রন্থাগারের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। কারণ এর মাধ্যমে গ্রন্থাগারে বসে বই পড়ার সুযোগ যাদের নেই, যেমন গৃহিণী, শ্রমজীবী ইত্যাদি শ্রেণির মানুষ গ্রন্থাগার সেবা থেকে উপকৃত হতে পারেন। উপরের সারণিতে দেখা যাচ্ছে, সার্কুলেশন সেবা বা সামগ্রী বাড়িতে পড়ার জন্য ধার নেয়ার সুবিধার বিচারে জরিপকৃত গ্রন্থাগারসমূহ সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। জরিপকৃত গ্রন্থাগারসমূহের ৮৫.৩ শতাংশেই বাড়িতে পড়ার জন্য সামগ্রী ধার নেয়ার সুবিধা রয়েছে।

সারণি-১৭: গ্রন্থাগারে কম্পিউটারের ব্যবহার

গ্রন্থাগারে কম্পিউটার আছে কিনা	সংখ্যা	শতাংশ
হ্যাঁ	৩৯	২৮.৭
না	৯৭	৭১.৩
মোট	১৩৬	১০০.০

কার্যকর গ্রন্থাগার পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে গ্রন্থাগারসমূহ তাদের সেবায় নিয়ে আসছে ব্যাপক গুণগত পরিবর্তন। গ্রন্থাগার সংগ্রহের ডাটাবেস তৈরি থেকে শুরু করে নানাভাবে গ্রন্থাগারসমূহকে সাহায্য করছে তথ্যপ্রযুক্তি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সকল গ্রন্থাগারেই বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তি সুবিধা যুক্ত করার দাবি উঠেছে। উপরিউক্ত সারণিতে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহ কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে এখনও যথেষ্ট পিছিয়ে আছে। সারণি অনুসারে, জরিপকৃত গ্রন্থাগারসমূহের মাত্র ২৮.৭ শতাংশে কম্পিউটার রয়েছে। ফলে কম্পিউটার তথা প্রযুক্তি সুবিধাহীন গ্রন্থাগারগুলো তাদের সেবার গুণগত মান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

সারণি-১৮: গ্রন্থাগারে ইন্টারনেট সংযোগ

গ্রন্থাগারে ইন্টারনেট সংযোগ আছে কিনা	সংখ্যা	শতাংশ
হ্যাঁ	৩৩	২৪.৩
না	১০৩	৭৫.৭
মোট	১৩৬	১০০.০

গ্রন্থাগারে ইন্টারনেট সংযোগ থাকলে পাঠক বৈশ্বিক জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে যুক্ত হওয়া সম্ভব। এছাড়াও গ্রন্থাগারের ওয়েব সাইট বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উপস্থিতি থাকলে গ্রন্থাগার সেবা সম্পর্কে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে অবগত করা সম্ভব। সারণি ১৮-তে দেখা যাচ্ছে, জরিপকৃত বেসরকারি গ্রন্থাগারের ২৪.৩ শতাংশে ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে। সিংহভাগ গ্রন্থাগার এখনও ইন্টারনেট সংযোগের আওতার বাইরে। গ্রন্থাগার সেবাকে যুগোপযোগী করার জন্য সকল গ্রন্থাগারে ইন্টারনেট সংযোগযুক্ত কম্পিউটার থাকা আবশ্যক।

সারণি-১৯: গ্রন্থাগারে বিশেষায়িত কর্মসূচি/সেবা (বহু নির্বাচনী উত্তর)

গ্রন্থাগারে বিশেষায়িত কর্মসূচি/সেবা	সংখ্যা	শতাংশ
পাঠ-কার্যক্রম/পাঠচক্র	৯৭	৭১.৩
রচনা/বিতর্ক প্রতিযোগিতা	১০৩	৭৫.৭
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	৯৪	৬৯.১
চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা	৮২	৬০.৩
বিভিন্ন দিবস উদযাপন	১২০	৮৮.২
অন্যান্য	৫৪	৩৯.৭

বর্তমান বিশ্বে গ্রন্থাগারসমূহ শুধুমাত্র পাঠকসেবা প্রদান করেই থেমে থাকছে না। যুগে চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নানা ধরনের সেবা ও কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে জনসম্পৃক্তি বাড়িয়ে চলেছে। যেসব গ্রন্থাগার বিশেষায়িত নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে তাদের সেবাগ্রহীতার সংখ্যা বেশি থাকে, সেবাগ্রহীতাদের সাথে তাদের সম্পৃক্তির পরিমাণও থাকে বেশি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সকল গ্রন্থাগারই বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। সারণি ১৯ থেকে দেখা যাচ্ছে, জরিপের আওতাধীন গ্রন্থাগারসমূহ নানাবিধ কর্মসূচি পালন করে থাকে। এদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক গ্রন্থাগার (৮৮.২%) বিভিন্ন দিবস উদযাপন করে থাকে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে রচনা/বিতর্ক প্রতিযোগিতা (৭৫.৭%), পাঠচক্র (৭১.৩%), সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (৬৯.১%), চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা (৬০.৩%) ইত্যাদি।

সারণি-২০: গ্রন্থাগারে বঙ্গবন্ধু/মুক্তিযুদ্ধ কর্নার

গ্রন্থাগারে বঙ্গবন্ধু/মুক্তিযুদ্ধ কর্নার আছে কিনা	সংখ্যা	শতাংশ
হ্যাঁ	১০৮	৭৯.৪
না	২৮	২০.৬
মোট	১৩৬	১০০.০

সারণি-২০ থেকে দেখা যাচ্ছে, জরিপকৃত গ্রন্থাগারসমূহের ৭৯.৪ শতাংশেই বঙ্গবন্ধু/মুক্তিযুদ্ধ কর্নার রয়েছে, যা একটি আশাব্যঞ্জক ব্যাপার। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে এই কর্নারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে ২০ শতাংশ গ্রন্থাগারে বঙ্গবন্ধু/মুক্তিযুদ্ধ কর্নার নেই সেখানেও এই কর্নার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক।

সারণি-২১: গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা (বহু নির্বাচনী উত্তর)

গ্রন্থাগার পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতা	সংখ্যা	শতাংশ
তহবিলের অভাব	১২৭	৯৩.৪
পাঠক স্বল্পতা	৬৫	৪৭.৮
স্থানাভাব	৫০	৩৬.৮
কর্মীর অভাব	৭১	৫২.২
চাহিদা অনুযায়ী গ্রন্থের স্বল্পতা	৯৯	৭২.৮
অন্যান্য	২৭	১৯.৯

উপরিউক্ত সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, গ্রন্থাগার পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করতে গিয়ে পর্যাপ্ত তহবিলের অভাবকেই প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে দেখছেন সিংহভাগ গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ (৯৩.৪%)। এছাড়া চাহিদা অনুযায়ী গ্রন্থ ও পাঠসামগ্রীর অভাবও একটি বড় প্রতিবন্ধক (৭২.৯%) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। কর্মীর অভাবকেও সেবাদানে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখছেন অনেক উত্তরদাতা (৫২.২%)। গ্রন্থাগার সেবাকে নিরবচ্ছিন্ন করার জন্য এসব প্রতিবন্ধকতা অপসারণ জরুরি।

পাঠক/সেবাগ্রহীতাদের পরামর্শ/মন্তব্য

গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের উন্মুক্ত মতামত সংগ্রহের জন্য প্রশ্নপত্রে তিনটি প্রশ্ন রাখা হয়েছিল:
ক) গ্রন্থাগার ব্যবহারের ক্ষেত্রে আপনি কী কী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন?
খ) পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির জন্য সুনির্দিষ্টভাবে কী করা যেতে পারে?
গ) গ্রন্থাগার সেবার উন্নতিকল্পে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কয়েকটি করণীয় উল্লেখ করুন।

একইভাবে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের জন্য নির্ধারিত প্রশ্নপত্রেও তিনটি উন্মুক্ত প্রশ্ন ছিল:
ক) পাঠকসংখ্যা/পাঠাভ্যাস বৃদ্ধিতে কী পন্থা অবলম্বন করা হয়?
খ) তরুণ প্রজন্মকে গ্রন্থপাঠে উদ্বুদ্ধ করার জন্য (সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারে) কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়?
গ) গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে অগ্রাধিকারভিত্তিতে কয়েকটি করণীয় উল্লেখ করুন।

গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের প্রদত্ত অভিমত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, অনেক পাঠক গ্রন্থাগার ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন বলে জানিয়েছেন:
১। গ্রন্থাগারে পর্যাপ্ত চেয়ার টেবিলের অভাব রয়েছে।
২। গ্রন্থাগারের পরিবেশ পুরোপুরিভাবে পাঠকবান্ধব নয়।

৩। গ্রন্থাগারিকের দক্ষতার অভাব রয়েছে।
৪। সঠিক সময়ে সঠিক বই খুঁজে পাওয়া যায় না।
৫। একাডেমিক পড়াশোনার সুব্যবস্থা নেই।
৬। বিজ্ঞানবিষয়ক বইয়ের অভাব রয়েছে।
৭। বিদ্যুৎ বিভ্রাট।
৮। গ্রন্থাগারের বই ধার নিতে দেয়া হয় না।
৯। যানবাহন কর্তৃক সৃষ্ট শব্দদুষণে পড়ার পরিবেশ বিঘ্নিত হয়।
১০। স্থানীয় প্রভাব ও দ্বন্দ্বের কারণে পাঠ পরিবেশ বিঘ্নিত হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য, সামগ্রিকভাবে সকল গ্রন্থাগারে নয়, কোনো কোনো গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত সমস্যাগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, জরিপকৃত ৮৫ শতাংশ গ্রন্থাগারেই সার্কুলেশন সেবা অর্থাৎ গ্রন্থাগারের পাঠসামগ্রী বাড়িতে নিয়ে পড়ার সুবিধা রয়েছে। যেসব গ্রন্থাগারে এ সেবা দেয়া হয় না সেখানকার পাঠকই সার্কুলেশন সেবা না থাকার সমস্যাটির কথা বলেছেন। একইভাবে স্থানীয় প্রভাব ও দ্বন্দ্ব, যানবাহনের কারণে শব্দদুষণ, গ্রন্থাগারিকের দক্ষতার অভাব–এসব সমস্যা বিচ্ছিন্নভাবে কোনো কোনো পাঠক উল্লেখ করেছেন। তবে বিদ্যুৎ বিভ্রাট, বিষয়ভিত্তিক বইয়ের স্বল্পতা, পর্যাপ্ত চেয়ারটেবিলের অভাব–এসব সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন পাঠকদের একটি বড় অংশ।

জনগণের মধ্যে পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির জন্য পাঠক/ব্যবহারকারীরা কিছু সুপারিশ প্রদান করেছেন। পাঠকদের প্রদত্ত এসব সুপারিশের মধ্যে রয়েছে:
১। পাঠকদের জন্য উপযোগী করে গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষকে সাজানো।
২। পাঠচক্রসহ বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন।
৩। স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের গ্রন্থাগার ব্যবহারে প্রণোদনা জোগানো।
৪। শিশুকিশোরদের মোবাইল ফোন থেকে দূরে রাখা।
৫। গ্রন্থাগারে ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা করা।
৬। গ্রন্থাগারে ধর্মীয় পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি।
৭। বই পাঠে উদ্বুদ্ধকরণে জাতীয় প্রচারমাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা।
৮। গ্রন্থাগারে গবেষণামূলক, মুক্তিযুদ্ধ এবং বিজ্ঞানবিষয়ক বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি।
৯। গ্রন্থাগারে শিক্ষা সপ্তাহের আয়োজন করা।
১০। গ্রন্থাগারে তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

গ্রন্থাগার সেবার মানোন্নয়নে পাঠক/গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীরা যেসব সুপারিশ প্রদান করেছেন সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:
১। গ্রন্থাগার সেবা ও সংগ্রহের আধুনিকায়ন।
২। বইয়ের সংখ্যা বাড়ানো এবং পেশাদার গ্রন্থাগারিক নিয়োগ।
৩। গ্রন্থাগারকে প্রদত্ত সরকারি তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।
৪। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

৫। গ্রন্থাগারে পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলার সামগ্রী রাখা।
৬। সমসাময়িক লেখকদের বই রাখার ব্যবস্থা করা।
৭। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা।
৮। বিভিন্ন জাতীয় দিবসে কর্মসূচি আয়োজনের মাধ্যমে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা।
৯। গ্রন্থাগার সামগ্রী সঠিকভাবে সংগঠনের জন্য শ্রেণিকরণসহ বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা।
১০। গ্রন্থাগারিকদের সহযোগিতামূলক আচরণ বৃদ্ধি করা।

গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত অভিমত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, গ্রন্থাগারের পাঠকসংখ্যা এবং জনগণের মধ্যে পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির জন্য তাঁরা নিম্নোক্ত পন্থা অবলম্বন করে থাকেন:
১। আলোচনাসভা, পাঠচক্র ইত্যাদি বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে জনগণকে বই পাঠে উদ্বুদ্ধ করা হয়।
২। জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এলাকায় প্রচারণা চালানো হয়।
৩। বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করে এ সংক্রান্ত বই পাঠে উদ্বুদ্ধ করা হয়।
৪। মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।
৫। স্থানীয় জনগণের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়।

তরুণ প্রজন্মকে বই পড়ায় আগ্রহী করার জন্য গ্রন্থাগারসমূহ যেসব কার্যক্রম হাতে নিয়ে থাকে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:
১। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে তরুণদের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে জানানো হয়।
২। লিফলেট বিতরণ ও ব্যানার টানিয়ে প্রচারণা করা হয়।
৩। তরুণদের মধ্যে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।
৪। কৃতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।
৫। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রচারণা চালানো হয়।
৬। স্কুল কলেজে বই পড়া কার্যক্রম পরিচালিত হয়।
৭। গ্রন্থাগারের উদ্যোগে জাতীয় দিবস পালনে তরুণদের সম্পৃক্ত করা হয়।

গ্রন্থাগারের সামগ্রিক উন্নতিকল্পে অগ্রাধিকারভিত্তিতে তাঁরা যেসব পদক্ষেপ নেয়ার সুপারিশ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে:
১। কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সুবিধার ব্যবস্থা গ্রহণ।
২। গ্রন্থাগারের অবকাঠামোর উন্নয়ন।
৩। গ্রন্থাগারিকের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে সম্মানীর ব্যবস্থা করা।
৪। গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন ও তহবিলের ব্যবস্থা করা।
৫। গ্রন্থাগারের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করা।

ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (Focus Group Discussion)

পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ, গ্রন্থাগার কর্মী, সেবাগ্রহীতা এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামত সংগ্রহের জন্য জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সদর দপ্তরে দুটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনার আয়োজন করা হয়। প্রথম এফজিডি আয়োজিত হয় ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের অংশীজনদের নিয়ে। দ্বিতীয়টি আয়োজিত হয় ২৮ ফেব্রুয়ঢারি ২০২৩, যাতে অংশগ্রহণ করেন চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগের বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের অংশীজনেরা। এফজিডিতে সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেন গবেষণার কো-ইনভেস্টিগেটর অধ্যাপক ড. কাজী মোস্তাক গাউসুল হক। এছাড়া প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক জনাব মিনার মনসুর, কো-ইনভেস্টিগেটর মো: ফরিদ উদ্দিন সরকারসহ গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এফজিডিতে অংশগ্রহণ করেন।

এফজিডির লক্ষ্যসমূহ ছিল নিম্নরূপ:
১। গবেষণা প্রশ্নমালার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্তের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ (clarification)।
২। চলমান গবেষণা সম্বন্ধে অংশীজনদের ব্যক্তিগত উপলব্ধি (perception) সম্বন্ধে জানা।
৩। গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরির কর্মপ্রক্রিয়াকে আরও স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করা।
৪। পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে অস্পষ্টতা নিরসন ও জ্ঞান বিনিময়।
৫। অংশীজনদের কাছ থেকে বিষয়ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট সুপারিশ সংগ্রহ।

এফজিডি-১

তারিখ	**২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩**
অনুষ্ঠানস্থল	জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পরিচালনা বোর্ডের সভাকক্ষ
অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	৩১ জন
অঞ্চলসমূহ	ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের নির্বাচিত বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহ
অংশগ্রহণকারীদের বিভাজন	পাঠক: ১৭ জন গ্রন্থাগার কর্মী/কর্তৃপক্ষ: ১৪ জন

এফজিডি-২

তারিখ	**২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩**
অনুষ্ঠানস্থল	জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র পরিচালনা বোর্ডের সভাকক্ষ
অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	২১ জন
অঞ্চলসমূহ	চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগের নির্বাচিত বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহ
অংশগ্রহণকারীদের বিভাজন	পাঠক: ১০জন গ্রন্থাগার কর্মী/কর্তৃপক্ষ: ১১ জন

ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় যেসব বিষয় আলোচিত হয় সেগুলো নিম্নরূপ:
১। গ্রন্থাগার পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতাসমূহ।
২। পাঠকের কাছে অধিক চাহিদাসম্পন্ন পাঠসামগ্রী।
৩। গ্রন্থাগার সামগ্রী সংগঠনে সমস্যা ও তার সমাধান।
৪। গ্রন্থাগারে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের সমস্যা ও সম্ভাবনা।
৫। জনগণের পাঠাভ্যাস বৃদ্ধিতে করণীয়।
৬। গ্রন্থাগার সেবার মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণে করণীয়।
৭। গ্রন্থাগারের কর্মসূচির বহুমুখীকরণ ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি।
৮। অন্যান্য।

প্রথম এফজিডি: আলোচনা ও সুপারিশসমূহ

অংশীজনদের আলোচনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ যেসব পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ উঠে আসে সেগুলো নিম্নরূপ:
১। পাঠকদের মাঝে গল্প-উপন্যাস, জীবনী, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, তথ্যপ্রযুক্তি এবং আত্ম-উন্নয়নমূলক বইয়ের চাহিদা সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়। প্রবীণ পাঠকগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয় বইয়েরও চাহিদা রয়েছে।
২। মানসম্মত বইয়ের অভাব রয়েছে; বিশেষত অনুবাদের ক্ষেত্রে। বইয়ের মান নিয়ে পাঠকদের মধ্যে অসন্তুষ্টি আছে।
৩। কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা গ্রন্থাগারে পাঠ সহায়ক বই/গাইড বই অনুসন্ধান করে। তবে সিংহভাগ গ্রন্থাগারে এ চাহিদা নেই এবং গ্রন্থাগারগুলো গাইড বই সংরক্ষণ করে না।
৪। গ্রন্থাগার সামগ্রীর সুষ্ঠু সংরক্ষণের জন্য শ্রেণিকরণ ও সূচিকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ সচেতন। কিন্তু এ বিষয়ে দক্ষ কর্মীর অভাব রয়েছে। অর্থাভাবও এ বিষয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।
৫। পাঠকদের কাছে চাহিদাসম্পন্ন পাঠ সামগ্রী বাছাইয়ের প্রয়োজনে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র থেকে গ্রন্থাগারের জন্য বই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
৬। পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির জন্য স্কুল পর্যায়ে বই ও গ্রন্থাগার নিয়ে কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে। প্রতিটি স্কুলে প্রতি সপ্তাহে বা অন্তত প্রতি মাসে একদিন বই পড়া নিয়ে বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এসব কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনবোধে কিছু নম্বরও বরাদ্দ করা যেতে পারে।
৭। গ্রন্থাগারগুলোতে নিয়মিতভাবে পাঠচক্র কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। এসব পাঠচক্রে তরুণ সমাজ বিশেষ করে স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
৮। সংগ্রহের মানোন্নয়ন ও নানা কর্মসূচি আয়োজনের মাধ্যমে স্কুল গ্রন্থাগারগুলোকে সক্রিয় করে তুলতে হবে। শিক্ষার্থীদের গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারমনস্ক করার জন্য পাঠ্যবইয়ে এ বিষয়ক অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
৯। গ্রন্থাগারে যাতে সকল শ্রেণি-পেশা ও বয়সের পাঠকের জন্য বই ও অন্যান্য পাঠসামগ্রী থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে।
১০। তথ্যপ্রযুক্তির গুরুত্ব সম্বন্ধে অংশীজনেরা সবাই সচেতন। তবে অর্থাভাবে অনেকেই তথ্যপ্রযুক্তি সুবিধা চালু করতে পারছেন না।
১১। অনেক গ্রন্থাগারেই পাঠকস্বল্পতা একটি বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। পূর্ণকালীন গ্রন্থাগারিক না থাকায় নির্দিষ্ট সময়ে গ্রন্থাগার খোলা ও বন্ধ করার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। অভিভাবক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষও শিক্ষার্থীদের পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির ব্যাপারে ততটা উদ্যোগী নন। তাঁদেরকে এ বিষয়ে উদ্যোগী করার প্রয়াস নিতে হবে।
১২। গ্রন্থাগারগুলোকে সীমিতভাবে হলেও ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম হাতে নিতে হবে, কারণ অনেক পাঠক ডিজিটাল মাধ্যমে পাঠের ব্যাপারে আগ্রহী। এদের সংখ্যা এখনও খুব বেশি না হলেও ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পাবে।

১৩। ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোতেও পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। বিশেষত শহর ও শহরতলীতে অবস্থিত গ্রন্থাগারগুলো এ বিষয়ে উদ্যোগ নিতে পারে।

১৪। 'ক' শ্রেণির গ্রন্থাগারগুলোর সুযোগ সুবিধা আরও বৃদ্ধি করতে হবে। বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলোর বিদ্যুৎ বিল মওকুফ করা হলে গ্রন্থাগারের কার্যক্রম আরও জোরালো হবে।

১৫। তরুণ প্রজন্মের গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবক তৈরি করতে হবে যাতে তারা গ্রন্থাগার কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে।

দ্বিতীয় এফজিডি: আলোচনা ও সুপারিশসমূহ

অংশীজনদের আলোচনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ যেসব পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ উঠে আসে সেগুলো নিম্নরূপ:

১। দক্ষ গ্রন্থাগার কর্মীর স্বল্পতা, বিদ্যুৎ বিভ্রাট এবং তথ্যপ্রযুক্তি সুবিধার অভাবকে গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু পরিচালনার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা বলে উল্লেখ করেন একাধিক অংশীজন। তথ্যপ্রযুক্তি সুবিধা থাকলে গ্রন্থাগার কর্মীর অনুপস্থিতিতে পাঠক নিজেরাই 'অনলাইন পাবলিক অ্যাকসেস ক্যাটালগ' ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় বই অনুসন্ধান করতে পারবেন।

২। বিভিন্ন দিবস উদযাপনকে উপলক্ষ্য করে স্কুল শিক্ষার্থীদেরকে নানাবিধ কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার ওপর জোর দেন একাধিক অংশীজন। এ ধরনের কার্যক্রমের উদাহরণ হিসেবে পাঠচক্র, রচনা প্রতিযোগিতা, কুইজ ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেন তাঁরা।

৩। গল্প-উপন্যাস, জীবনী, ধর্মীয় বই ইত্যাদির পাশাপাশি খেলাধুলা, চলতি ঘটনাবলী এবং শিশুতোষ বইয়ের চাহিদার কথা উল্লেখ করেন একাধিক অংশগ্রহণকারী।

৪। গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত গ্রন্থাগারগুলোতে কৃষক, শ্রমজীবী ইত্যাদি প্রান্তিক শ্রেণির কিছু ব্যবহারকারী আসেন বলে জানান একাধিক অংশীজন। কৃষিজীবীদের গ্রন্থাগার ব্যবহারে আগ্রহী করার জন্য কৃষি বিষয়ক পাঠ সামগ্রী আরও বেশি পরিমাণে রাখার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন তাঁরা।

৫। বিদ্যুৎ বিভ্রাট নিরসনে গ্রন্থাগারগুলোতে সৌর বিদ্যুতের সংযোগের ওপর জোর দেন একাধিক অংশীজন।

৬। সরকারের চলমান 'স্মার্ট বাংলাদেশ' গঠনের উদ্যোগের সাথে তাল মিলিয়ে 'স্মার্ট গ্রন্থাগার' গঠনের ওপর জোর দেন অংশীজনেরা। তাঁরা স্মার্ট গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় স্মার্ট সেবা ও স্মার্ট কর্মীর গুরুত্ব উল্লেখ করেন। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র তথা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁরা।

৭। গ্রন্থাগার কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র কর্তৃপক্ষকে প্রশিক্ষণসহ নিয়মিতভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানানো হয়।

৮। গ্রন্থাগারগুলোর সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে আরও জোরদার করতে হবে। শুদ্ধ সংস্কৃতির প্রসারে ভূমিকা নিতে হবে। দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, মুক্তিযুদ্ধ–ইত্যাদি বিষয়ে নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

৯। গ্রন্থাগারগুলোতে প্রজেক্টরসহ কম্পিউটার প্রদান করতে হবে। তাহলে গ্রন্থাগারগুলো ভিডিও স্ক্রিনিং, প্রদর্শনী ইত্যাদি কার্যক্রম হাতে নিতে পারবে। এর মাধ্যমে সেবাগ্রহীতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

১০। স্কুল-কলেজে গিয়ে গ্রন্থাগারের কার্যক্রম সম্বন্ধে প্রচারণা চালাতে হবে।

১১। নানারকম সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে গ্রন্থাগারকে সদা সক্রিয় রাখতে হবে।

১২। গ্রন্থাগারগুলোর মধ্যে ডিজিটাল নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে। তাহলে বিভিন্ন গ্রন্থাগার মিলে যৌথ কর্মসূচি হাতে নিতে পারবে এবং নিজেদের মধ্যে তথ্য ও জ্ঞান বিনিময় করতে পারবে।

১৩। প্রতিটি গ্রন্থাগারের একটি করে ওয়েব সাইট থাকা আবশ্যক। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও উপস্থিতি থাকতে হবে যাতে গ্রন্থাগারের সংগ্রহ, সেবা ও কার্যক্রম সম্বন্ধে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী অবহিত হতে পারেন।

ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা

ফোকাস গ্রুপ আলোচনা থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করা যায় সেগুলো হচ্ছে:

১। গ্রন্থাগার সামগ্রী সংগঠন: বর্তমানে গ্রন্থাগার সামগ্রী যথাযথ নিয়মে, পদ্ধতিগতভাবে সংগঠিত হচ্ছে না। একেক গ্রন্থাগার একেকভাবে সামগ্রী সংগঠিত করছে। এতে পাঠকদের পক্ষে সামগ্রী খুঁজে বের করা যেমন কঠিন হচ্ছে তেমনি ভবিষ্যতে গ্রন্থাগারগুলো যদি আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার মাধ্যমে সামগ্রী বিনিময়ে বা সহযোগিতাভিত্তিক কোনো যৌথ উদ্যোগ নিতে যায় তাহলে সমস্যার সৃষ্টি হবে। এ কারণে শ্রেণিকরণ ও সূচিকরণের বৈশ্বিক মান অনুসরণ করে গ্রন্থাগার সামগ্রী সংগঠনের জন্য অবিলম্বে উদ্যোগ নেয়া উচিত। এ উদ্দেশ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে।

২। মানসম্মত পুস্তক সংগ্রহ ও গ্রন্থাগার সংগ্রহে বৈচিত্র্য বৃদ্ধি: অনেক সময় মানহীন পুস্তকের কারণে পাঠক গ্রন্থাগারবিমুখ হয়ে পড়েন। এ কারণে গ্রন্থাগারগুলোতে মানসম্মত গ্রন্থাগার সংগ্রহ গড়ে তোলা উচিত, যাতে পাঠক একবার গ্রন্থাগারে এলে বারবার আসার ব্যাপারে উৎসাহ বোধ করেন। এছাড়া গ্রন্থাগার সংগ্রহে বৈচিত্র্য আনয়ন দরকার যাতে সর্বশ্রেণির পাঠককে গ্রন্থাগার ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা যায়।

৩। তথ্যপ্রযুক্তি সেবা চালু: পাঠক ও গ্রন্থাগারিক উভয় পক্ষ থেকেই আইসিটি-নির্ভর গ্রন্থাগার সেবা চালুর বিষয়ে জোরালো মতামত এসেছে। গ্রন্থাগারে ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার এবং প্রজেক্টর থাকলে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীরা শ্রবণ-দর্শন সামগ্রী ব্যবহার করতে পারেন। মানসম্মত ভিডিও ডকুমেন্টারি বা চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যায়। আবার গ্রন্থাগারে সংগঠিত বিভিন্ন কর্মসূচি, যেমন কর্মশালা, পাঠচক্র ইত্যাদিকে প্রজেক্টর ব্যবহারের মাধ্যমে আরও কার্যকর করে তোলা যায়। এছাড়া গ্রন্থাগারগুলোর নিজস্ব ওয়েবসাইট ও ফেসবুক অ্যাকাউন্ট চালুসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাদের সক্রিয়তা বৃদ্ধি করতে হবে।

৪। জনসম্পৃক্তি বৃদ্ধি: স্থানীয় জনসাধারণের সাথে গ্রন্থাগারের সম্পৃক্তি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে গ্রন্থাগার সংগ্রহে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব হবে। এছাড়া তরুণ জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে গড়ে তোলা যাবে স্বেচ্ছাসেবকদের দল যেটি গ্রন্থাগারের নানা কর্মসূচি আয়োজনে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। স্থানীয় স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে গ্রন্থাগারের সংযোগ সৃষ্টির জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত।

৫। গ্রন্থাগার কর্মসূচিতে বৈচিত্র্য আনয়ন: আধুনিক গ্রন্থাগারসমূহ কেবল পাঠকক্ষ সেবাতেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখছে না। তারা জনসচেতনতামূলক নানা কর্মসূচি গ্রহণ করছে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, বিশেষত তরুণদের মধ্যে পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির জন্যও বহুমুখী কর্ম-উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এ কারণে বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলোকে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে মত বিনিময় ও সহযোগিতার ভিত্তিতে উদ্ভাবনী নানা কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে, যাতে সমাজে গ্রন্থাগারের প্রাসঙ্গিকতা ও উপযোগিতা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। গ্রন্থাগারের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড আরও জোরদার করতে হবে।

জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনা

বেসরকারি গ্রন্থাগারে অনুদান ও বই প্রদান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের প্রধান কাজগুলোর একটি। গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারমনস্ক জাতি গঠনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই দীর্ঘদিন ধরে এই কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু এই কার্যক্রমের ফলাফল বা প্রভাব নিরূপণের জন্য ইতঃপূর্বে কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান উদ্যোগটি অত্যন্ত অর্থবহ। এর মাধ্যমে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের বর্তমান সেবা ও কার্যক্রমের কার্যকারিতা ও সামাজিক প্রভাব সম্বন্ধে আংশিকভাবে হলেও ধারণা পাওয়া যাবে এবং ভবিষ্যতে সমজাতীয় কোনো উদ্যোগের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য 'বেঞ্চমার্ক' হিসেবেও কাজ করবে। জরিপ প্রশ্নমালা ও ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর একটি সামগ্রিক আলোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো। এ আলোচনার ভিত্তিতে ভবিষ্যতের করণীয় নির্ধারণে কিছু সুপারিশমালাও প্রদত্ত হলো।

১। জরিপ থেকে দেখা যাচ্ছে, নিয়মিত গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের পনের থেকে পঁচিশ বছর বয়সীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এটি আশাপ্রদ ব্যাপার, যেহেতু গ্রন্থমনস্ক জাতি গড়ে তোলার জন্য তরুণ প্রজন্মের মধ্যে পাঠাভ্যাস সৃষ্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসব ব্যবহারকারীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পাঁচ বছরের অধিককাল ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহার করে আসছেন। ৪৫ থেকে ৫০ বছর বয়সসীমার সদস্যদের মধ্যে গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রবণতা তুলনামূলক কম। পেশাগত ব্যস্ততার কারণে এটি ঘটতে পারে। ফোকাস গ্রুপ আলোচনা থেকে দেখা গেছে, কৃষক, শ্রমিক ইত্যাদি প্রান্তিক শ্রেণির মানুষও গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন, যদিও তাঁদের হার বেশ কম।

২। সাধারণভাবে ধারণা আছে যে আমাদের পাঠকশ্রেণির মধ্যে গল্প-উপন্যাসের পাঠকই সর্বাধিক। এ জরিপেও তার স্বীকৃতি রয়েছে, যদিও পাঠ-আগ্রহের বিচারে পাঠকের মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্যও লক্ষ করা যাচ্ছে। কোন ধরনের বই পড়ায় পাঠকদের আগ্রহ বেশি তা পাঠক এবং গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ−উভয়ের কাছ থেকেই জানতে চাওয়া হয়েছিল। প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে দেখা যাচ্ছে, জরিপে অংশগ্রহণকারী পাঠকদের ৫৫.৫ শতাংশ গল্প-উপন্যাসের কথা উল্লেখ করলেও গ্রন্থাগারিকদের ৮৫.৩ শতাংশ গল্প-উপন্যাসের চাহিদা সবচেয়ে বেশি বলে জানিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধুর ওপর লিখিত বইগুলো পাঠ-আগ্রহের বিচারে এগিয়ে আছে। পাঠকদের আগ্রহ আছে ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের বইয়ের ব্যাপারেও। এছাড়া সাময়িকী, জীবনীগ্রন্থ, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, কাব্যগ্রন্থ ইত্যাদির চাহিদাও রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। 'গ্রন্থাগারে কোন ধরনের সামগ্রী সংগৃহীত হয়?'−এ প্রশ্নের জবাবে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ যেসব বইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন সেখানেও গল্প-উপন্যাসের পাশাপাশি নানা ধরনের বইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন (মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু বিষয়ক বই, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, জীবনী, অভিধান ইত্যাদি। সার্বিক বিচারে বলা যায়, পাঠক কেবল গল্প উপন্যাস বা কবিতাই পাঠ করছেন না, তাঁদের পছন্দ ক্রমশ বহুমাত্রিক হয়ে উঠছে। এটিকে একটি আশাপ্রদ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

৩। যে দুই ধরনের বই গ্রন্থাগারে কম সংরক্ষিত হয় বলে জরিপে দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে রেফারেন্স বই ও অনূদিত বিদেশি সাহিত্য উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ গ্রন্থাগার অভিধান ও জীবনীমূলক সামগ্রী সংরক্ষণ করে, কিন্তু অন্যান্য রেফারেন্স বই, যেমন বিশ্বকোষ (encyclopedia), নির্দেশিকা (directory),

বর্ষপঞ্জি (yearbook/almanac), ম্যানুয়াল (manual), মানচিত্র ও অ্যাটলাস (maps and atlases), গ্রন্থপঞ্জি (bibliography), পুস্তিকা (handbook) ইত্যাদির অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। পাঠকদের নানামুখী তথ্য চাহিদা পূরণের মাধ্যমে তাদেরকে সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করার জন্য রেফারেন্স বই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে গ্রন্থাগারগুলোকে মানসম্মত রেফারেন্স সামগ্রী সংগ্রহে মনোনিবেশ করা উচিত।

৪। বর্তমান যুগ তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। গত কয়েক দশকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভুবনে নতুন নতুন উদ্ভাবন আমাদের জীবনে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে। কম্পিউটার, মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট পরিণত হয়েছে প্রাত্যহিক জীবনের অপরিহার্য অনুষঙ্গে। মোবাইল ফোন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যাপক বিস্তার আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগকে সহজ করেছে বটে, তবে একই সঙ্গে আমাদের জীবনে ফেলেছে নেতিবাচক প্রভাবও। যেমন, অনেকেই, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের সদস্যেরা এখন পরিবার-পরিজনের সাথে সময় কাটানো বা মুখোমুখি আলাপচারিতায় ততটা আগ্রহী নয় যতটা আগ্রহী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। তারপরও প্রযুক্তির শক্তি ও ইতিবাচক দিকগুলোর কথা বিবেচনা করলে একে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। জরিপের তথ্য থেকেও এ সত্যের স্বীকৃতি মিলেছে। জরিপে অংশগ্রহণকারী গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের ৭১.৫% শতাংশই গ্রন্থাগারে যে সুবিধাটির অভাব সবচেয়ে বেশি অনুভব করেন বলে উল্লেখ করেছেন সেটি হচ্ছে ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার। এর সঙ্গে তুলনা করলে, পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী বইয়ের অভাব অনুভব করেন ৫২.৬ শতাংশ। ফোকাস গ্রুপ আলোচনায়ও দেখা গেছে, ব্যবহারকারী ও গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ–উভয়েই মনে করেন, তথ্যপ্রযুক্তি সুবিধা থাকলে গ্রন্থাগারের ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়বে এবং গ্রন্থাগার সেবায় বহুমাত্রিকতা নিয়ে আসা যাবে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন ফেসবুক, ব্লগ, ইউটিউব ইত্যাদিতে গ্রন্থাগারের সম্পৃক্ততা বাড়ানোর পক্ষে মত দিয়েছেন অনেকে। প্রজেক্টরের সাহায্যে প্রদর্শনীসহ নানারকম কর্ম উদ্যোগ গ্রহণের সুপারিশও করেছেন তাঁরা।

৫। সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগার সেবা নিয়ে নিজেদের সন্তুষ্টির কথাই জানিয়েছেন পাঠক ও ব্যবহারকারীরা। গ্রন্থাগারের সিংহভাগ পাঠক মনে করেন, গ্রন্থাগার ব্যবহারে গ্রন্থাগারিকের পক্ষ থেকে যে সহযোগিতা পাওয়া যায় সেটি সন্তোষজনক। অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহে গ্রন্থাগারিকেরা নামমাত্র সম্মানীতে, অনেক ক্ষেত্রে বিনা সম্মানীতে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করেন। সে বিবেচনায় জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য আশাব্যঞ্জক। তবে পাঠকের সন্তুষ্টি বিধানে এখনও নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ রয়েছে, যেহেতু উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পাঠক জানিয়েছেন, গ্রন্থাগার সেবার মান নিয়ে তাঁরা 'মোটামুটি সন্তুষ্ট'। তরুণ পাঠকদের (১৫-২০ বয়স গ্রুপ) ৩৫.২৬ শতাংশই মোটামুটি বা আংশিক সন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন, ২০-২৫ বয়স গ্রুপের মধ্যে যে হার ২৮.১৮ শতাংশ। গ্রন্থাগারসমূহকে নিয়মিতভাবে পাঠক/সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে ফিডব্যাক নিয়ে সেবার মান উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

৬। সাধারণভাবে প্রচলিত ধারণা হচ্ছে, সমাজে পাঠাভ্যাস দ্রুত কমে যাচ্ছে। কেউ কেউ পাঠাভ্যাস কমে যাওয়ার এ হারকে আশঙ্কাজনকও বলছেন। কিন্তু কী কারণে পাঠাভ্যাস হ্রাস পাচ্ছে? জরিপে অংশগ্রহণকারী গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীরা প্রধানত দুটো কারণকে এজন্য দায়ী করেছেন: পরিবার থেকে উৎসাহিত না করা/সহযোগিতা না দেয়া এবং মোবাইল ফোন ও প্রযুক্তিতে আসক্তি। এছাড়া সামগ্রিকভাবে সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অভাবকেও দায়ী করেছেন অনেকে। তথ্যপ্রযুক্তি যে পাঠাভ্যাস হ্রাসে

ভূমিকা রাখছে তাতে সন্দেহ নেই। কেবল আমাদের দেশেই নয়, সারা বিশ্বেই এ প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। আমাদের দেশে এ নিয়ে নির্ভরযোগ্য ও ব্যাপকভিত্তিক জরিপ ও গবেষণা কম হওয়ায় এ সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত কম। তবে উপরিউক্ত তিনটি কারণ যে জনগণ, বিশেষত তরুণ প্রজন্মের মধ্যে পাঠাভ্যাস হ্রাসে ভূমিকা রাখছে সেটি বলা যায়। এ পরিস্থিতি যেমন রাতারাতি সৃষ্টি হয়নি তেমনি স্বল্প সময়ে এ থেকে উত্তরণ ঘটানো যাবে, সে আশাও বাতুলতা। পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান–নানা পক্ষ থেকে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে হয়তো ক্রমশ পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে।

৭। কার্যকরভাবে গ্রন্থাগার সেবা দেয়ার জন্য গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু অবকাঠামো থাকা দরকার। গ্রন্থাগারের ভৌত অবকাঠামোর মধ্যে সর্বাগ্রে আসে গ্রন্থাগার ভবন। নিজস্ব ভবন থাকলে গ্রন্থাগারের পক্ষে পাঠক সেবা দান ও বিভিন্ন কর্মসূচি নিরবচ্ছিন্নভাবে পালন করা সম্ভব হয়। জরিপকৃত গ্রন্থাগারগুলোর ৫০ শতাংশের নিজস্ব ভবন আছে। সামগ্রিক বিচারে এটিকে একটি আশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। যেসব গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন নেই তাঁরাও ভবন নির্মাণের জন্য নানাভাবে উদ্যোগী হচ্ছেন, যদিও এলাকাভেদে এক্ষেত্রে নানারকম চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়। সাধারণভাবে বলা যায়, যেসব গ্রন্থাগার দীর্ঘদিন ধরে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে, যাদের নিবিড় জনসম্পৃক্তি আছে এবং স্থানীয়ভাবে তহবিল সংগ্রহে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা নিজস্ব ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকবেন। নিজস্ব ভবন নেই এমন গ্রন্থাগারসমূহের অর্ধেকের বেশি (৫৭%) ভাড়াবাড়িতে কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এক চতুর্থাংশের বেশি (২৬.৪৭%) উদ্যোক্তাদের বাসভবনে কার্যক্রম পরিচালনা করেন। অল্প কিছু গ্রন্থাগার শিক্ষা বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভবনে অবস্থান করে কার্যক্রম পরিচালনা করে। কারো ব্যক্তিগত বাসস্থানে গ্রন্থাগারের কার্যক্রম পরিচালনা করলে গ্রন্থাগারটি প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র হারিয়ে ব্যক্তিনির্ভর হয়ে যায়। ব্যক্তির খেয়াল-খুশি, সুবিধা-অসুবিধার ওপর গ্রন্থাগারের কর্মকাণ্ড নির্ভর করে। পাঠক তখন স্বচ্ছন্দে গ্রন্থাগার ব্যবহারে সমর্থ হন না। বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজনেও সমস্যা সৃষ্টি হয়। সার্বিক বিবেচনায় তাই গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবনে কার্যক্রম পরিচালনাই শ্রেয়।

৮। মানুষের পাঠাভ্যাস কমে যাওয়া, বই এবং কর্মসূচি পরিচালনার ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে গ্রন্থাগার পরিচালনা ক্রমশই দুরূহ হয়ে উঠছে। সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী সেবা নিশ্চিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে গ্রন্থাগারগুলোকে। বেসরকারি গ্রন্থাগার পরিচালনায় অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ তহবিল সংগ্রহ। জরিপে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র কর্তৃক অনুদান, ব্যক্তিগত অনুদান এবং সদস্যদের মাসিক চাঁদা–এই তিনটি উৎস থেকেই মূলত গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সংগৃহীত হচ্ছে। এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে কেবল সরকারি অনুদানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকলে গ্রন্থাগারগুলো কাম্য মাত্রায় সেবাদান করতে পারবে না। তাই স্থানীয় উৎস থেকে অনুদান সংগ্রহ ও সেবাগ্রহীতা/ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধিসহ তহবিল সংগ্রহের বৈচিত্র্যময় উৎস অনুসন্ধানে গ্রন্থাগারগুলোকে উদ্যোগী হতে হবে।

৯। গ্রন্থাগারের সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় সংগ্রহ না থাকলে তারা পাঠকদের আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হবে। জরিপকৃত গ্রন্থাগারসমূহের ৩৩.১ শতাংশে পুস্তক সংখ্যা এক হাজারের কম। পুস্তক সংখ্যা এক থেকে দেড় হাজারের মধ্যে, এমন গ্রন্থাগারের সংখ্যা ১৫.৪ শতাংশ। পুস্তক সংখ্যা ৫ হাজারের ঊর্ধ্বে, এমন

গ্রন্থাগার জরিপকৃত মোট গ্রন্থাগারের ১৪ শতাংশ। অনুর্ধ্ব এক হাজার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুই-তিনশত পুস্তক দিয়ে যে পাঠকদের আগ্রহকে ধরে রাখা যাবে না এটি সহজেই অনুমেয়। পাঠক সংখ্যা বাড়াতে হলে সংগ্রহ সংখ্যা বৃদ্ধি ও সংগ্রহে বৈচিত্র্য আনয়ন জরুরি।

১০। জরিপকৃত গ্রন্থাগারসমূহের ৫০ শতাংশেই দৈনিক গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর সংখ্যা গড়ে ১০ থেকে ২০ জন। কেবল তাই নয়, ২০.৫ শতাংশ গ্রন্থাগারে দৈনিক পাঠক/সেবাগ্রহীতার সংখ্যা অনুর্ধ্ব ১০। এটিকে মোটেই আশাব্যঞ্জক বলা যায় না। পাঠকই হচ্ছেন গ্রন্থাগারের প্রাণ। দৈনিক গড়ে ৫০ জনের বেশি পাঠক/ব্যবহারকারী ব্যবহার করেন এমন গ্রন্থাগারের সংখ্যা হাতে গোনা। মানসম্মত পাঠ সামগ্রী সংরক্ষণ, বিভিন্ন কর্মসূচি পালন এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্তি বাড়ানোর মাধ্যমে গ্রন্থাগারগুলোকে পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধিতে মনোযোগী হতে হবে। জরিপে দেখা গেছে, প্রতিদিন গড়ে ১০ জনের কম নারী গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন এমন গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৭৮.৭ শতাংশ। নিয়মিত ২০ জনের বেশি নারী পাঠক আছেন এমন গ্রন্থাগারের সংখ্যা নগণ্য। নারী পাঠকদের সম্পৃক্ত ও সক্রিয় করা না গেলে গ্রন্থাগারগুলোর পুরোপুরি জনসম্পৃক্তি ঘটবে না। যদিও এটি সত্যি যে গ্রামাঞ্চলে নারীসমাজের পক্ষে গ্রন্থাগারে এসে সেবাগ্রহণ করা দুরূহ, তারপরও, ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় দেখা গেছে, কিছু গ্রামীণ গ্রন্থাগার নারীসমাজকে বিশেষত তরুণ সম্প্রদায়কে গ্রন্থাগার ব্যবহার ও নানাবিধ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে প্রণোদিত করতে সক্ষম হয়েছে। এসব গ্রন্থাগার অন্য গ্রন্থাগারগুলোর জন্য মডেল হিসেবে কাজ করতে পারে।

১১। গ্রন্থাগারের সংগ্রহ ও সেবার সঙ্গে পাঠকের যোগসূত্র গড়ে তোলেন গ্রন্থাগার কর্মী। সে বিচারে দক্ষ, প্রশিক্ষিত ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মী গ্রন্থাগারের অন্যতম শক্তি। বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলো নিজস্ব তহবিল থেকে গ্রন্থাগারিকদের সম্মানী প্রদানের ব্যবস্থা করেন, যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগারকর্মী বিনা সম্মানীতে, পুরোপুরি স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজ করেন। জরিপকৃত অধিকাংশ গ্রন্থাগারে ১ অথবা ২ জন গ্রন্থাগার কর্মী রয়েছেন। মাত্র ১৬.৯ শতাংশ গ্রন্থাগারে দুই-এর বেশি গ্রন্থাগার কর্মী রয়েছেন। জরিপৃকত গ্রন্থাগারগুলোর ৫৮.১ শতাংশ গ্রন্থাগারে পূর্ণকালীন কর্মী আছেন, বাকিগুলো খণ্ডকালীন কর্মী দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, জরিপের আওতাধীন ৮৩.১% গ্রন্থাগারকর্মীই প্রশিক্ষিত নন। পাঠকদের সন্তুষ্টি অনুসারে মানসম্মত সেবাপ্রদান এবং উদ্ভাবনী বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের জন্য প্রশিক্ষিত, নিবেদিতপ্রাণ গ্রন্থাগারকর্মী একান্ত আবশ্যক।

১২। জরিপে অংশগ্রহণকারী গ্রন্থাগারের ৯৩.৪ শতাংশই গ্রন্থাগার পরিচালনায় প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন পর্যাপ্ত তহবিলের অভাবকে। প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে এরপরই আর যে দুটো বিষয়কে তাঁরা চিহ্নিত করেছেন সেগুলো হচ্ছে চাহিদা অনুযায়ী গ্রন্থ ও পাঠসামগ্রীর অভাব এবং গ্রন্থাগার কর্মীর অভাব। এছাড়া মানসম্মত বইয়ের অভাব, স্থানীয় পরিস্থিতি, নিজস্ব ভবনসহ অবকাঠামোর অভাব–এসবও গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে বলে তারা জানিয়েছেন। যেসব গ্রন্থাগার জনসম্পৃক্তি বৃদ্ধি, বহুমুখী কর্মসূচি পালন, সমাজসেবী ও দানশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহে সমর্থ হয়েছে তারা এসব সমস্যা কিছুটা হলেও কাটিয়ে উঠতে পেরেছে, যদিও এমন গ্রন্থাগারের সংখ্যা হাতে গোনা।

১৩। পরিবর্তনশীল এ সময়ে কেবল পাঠকক্ষ সেবার মাধ্যমে জনআগ্রহ ধরে রাখা সম্ভব নয়। এ কারণে সারা বিশ্বেই গ্রন্থাগারগুলো নিজেদের কার্যক্রমে বৈচিত্র্য নিয়ে আসছে। জরিপের আওতাধীন বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহও বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে জনসম্পৃক্তি বৃদ্ধি, সচেতনতার বিস্তার ও নিজেদের কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করার প্রয়াস নিয়ে চলেছে। এ ধরনের কর্মসূচির মধ্যে বিভিন্ন দিবস উদযাপন সর্বাগ্রে রয়েছে। অন্যান্য প্রধান কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে রচনা/বিতর্ক প্রতিযোগিতা, পাঠচক্র, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। সাম্প্রতিক সময়ে পাঠচক্র একটি বহুল-আয়োজিত কর্মসূচিতে পরিণত হয়েছে। এর মাধ্যমে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী ও তরুণ প্রজন্মকে গ্রন্থাগারের কর্মকাণ্ডে অধিকতর সম্পৃক্ত করা সম্ভব হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জরিপের আওতাধীন গ্রন্থাগারসমূহের ৭৯.৪ শতাংশেই বঙ্গবন্ধু/মুক্তিযুদ্ধ কর্নার রয়েছে। এটি আশাব্যঞ্জক হলেও শতভাগ গ্রন্থাগারেই বঙ্গবন্ধু/মুক্তিযুদ্ধ কর্নার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত।

সুপারিশ ও প্রস্তাবনা

মূল্যবোধের অবক্ষয়, অপসংস্কৃতির বিস্তার, তরুণদের বিপথগামিতা–সমাজে বিরাজমান নানাবিধ সমস্যার মধ্যে সম্ভাবনার দীপশিখা হয়ে জ্বলে আছে বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলো। নানা প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শুদ্ধ সংস্কৃতির বিকাশ আর সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির নানা প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে তারা। দীর্ঘদিন ধরে এসব গ্রন্থাগারের কর্মকাণ্ড চলমান থাকলেও তাদের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও সমাজে তাদের প্রভাব পরিমাপের (impact assessment) কোনো সমন্বিত উদ্যোগ এর আগে গৃহীত হয়নি। ফলে গ্রন্থাগারগুলোতে বিদ্যমান নানা সমস্যা যেমন সঠিকভাবে চিহ্নিত হয়নি তেমনি কোন ধরনের কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করলে এদের কার্যক্রম গুণ ও মানগত উৎকর্ষ অর্জিত হবে সেটিও জানা যায়নি। সেদিক থেকে বর্তমান উদ্যোগটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এ উদ্যোগ থেকে ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের নানা সমস্যা ও সম্ভাবনার একটি চিত্র পাওয়া গেছে। পাঠক এবং গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ উভয় পক্ষের প্রদত্ত তথ্য-উপাত্ত থেকে এসব গ্রন্থাগারের নানা সীমাবদ্ধতাকে পূরণ করে কীভাবে আরও বেশি জনবান্ধব এবং সমাজসম্পৃক্ত করে তোলা যেতে পারে তারও একটি রূপরেখা পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ও পর্যবেক্ষণের আলোকে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন এবং তাদের সেবাকে আরও বেশি জনবান্ধব করে তোলার লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি সুপারিশ করা যেতে পারে। গুরুত্ব এবং বাস্তবায়নের সক্ষমতা বিবেচনায় এসব সুপারিশের কয়েকটি অনতিবিলম্বে বাস্তবায়ন করা উচিত। বাকি সুপারিশগুলো পর্যায়ক্রমে, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

আগামী এক থেকে দুই বছরের মধ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিতে যে সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করা প্রয়োজনঃ

১। গ্রন্থাগারগুলোতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সময়ের দাবি। জরিপ এবং ফোকাস গ্রুপ আলোচনা–উভয় ক্ষেত্রেই এ দাবির প্রতিফলন ঘটেছে। একটি ল্যাপটপ/ডেস্কটপ কম্পিউটার, একটি প্রজেক্টর ও স্ক্রিন–এ তিনটি উপকরণের সমন্বয়ে গ্রন্থাগারগুলো পাঠচক্রসহ তাদের অন্যান্য কর্মসূচিকে আরো কার্যকর করে তুলতে পারে। ভিডিও প্রদর্শনী, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি কর্মসূচিকে ফলপ্রসূ করার ক্ষেত্রে এ উপকরণসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। একটি প্রকল্পের আওতায় গ্রন্থাগারগুলোকে এ তিনটি উপকরণ সরবরাহ করা যেতে পারে।

২। বর্তমানে অধিকাংশ গ্রন্থাগার নিজেদের খেয়ালখুশিমতো উপায়ে সামগ্রী সংগঠন (organization of library classification) করছে। সংগ্রহের আকার যখন বড় হবে তখন সামগ্রী সংগঠনে নানা সমস্যার সম্মুখীন হবে গ্রন্থাগারসমূহ। তাছাড়া অভিন্ন মান অনুসরণ না করায় ভবিষ্যতে আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার মতো কার্যক্রম হাতে নিতে গেলেও সমস্যা দেখা দেবে। এ বিবেচনায় সকল গ্রন্থাগারে অভিন্ন, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে শ্রেণিকরণ (classification) ও সূচিকরণ (cataloging) করতে হবে।

৩। বেসরকারি গ্রন্থাগারে পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক কর্মসূচিকে জোরদার করতে হবে। এ ধরনের কর্মসূচির মধ্যে পাঠচক্র কার্যকারিতার বিচারে সবচেয়ে এগিয়ে। সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট বই

বা লেখককে ঘিরে পাঠচক্র আয়োজিত হয়, যা বই ও গ্রন্থাগারের সঙ্গে পাঠকের সংযুক্তি বাড়ায়। অনুদানপ্রাপ্ত বেশকিছু গ্রন্থাগারে পাঠচক্র আয়োজিত হলেও বহু গ্রন্থাগারে হয় না, আবার হলেও তা নিয়মিত নয়। এ কারণে অনুদানপ্রাপ্ত সকল গ্রন্থাগারে একটি অত্যাবশ্যকীয় কার্যক্রম হিসেবে পাঠচক্র আয়োজন করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে একট বার্ষিক পাঠ কার্যক্রম প্রণয়ন করা যেতে পারে, যার আওতায় গ্রন্থাগারগুলো নির্দিষ্ট বিরতিতে নিয়মিতভাবে পাঠচক্র আয়োজন করবে।

৪। জরিপের আওতাধীন গ্রন্থাগারগুলোর একটি বড় অংশ পর্যাপ্ত তহবিলের অভাবে ভুগছে। অনেক গ্রন্থাগারই স্থানীয় উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে কেবল সরকারি অনুদানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে আছে। ফলে তাদের সংগ্রহ ও সেবা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। তহবিল-স্বল্পতা নিরসনের মাধ্যমে গ্রন্থাগারসমূহ যাতে সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে সেজন্য সরকারি অনুদানের হার ২৫ (পঁচিশ) শতাংশ বৃদ্ধি করার সুপারিশ করা হচ্ছে। স্থানীয় বিভিন্ন উৎস (সমাজসেবী, উন্নয়ন সংগঠন, দাতা, সদস্যদের চাঁদা) থেকে তহবিল সংগ্রহের কাজকে জোরদার করার জন্যও গ্রন্থাগারগুলোকে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

৫। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কার্যকর সংযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে নিয়মিতভাবে স্থানীয় স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে হবে। শিক্ষার্থীরা যাতে নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার ব্যবহারের পাশাপাশি স্থানীয় বেসরকারি গ্রন্থাগারেও নিয়মিত আসে ও গ্রন্থাগারের পাঠচক্র, কুইজ, চিত্রাঙ্কনসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সেজন্য অভিভাবক ও শিক্ষকসহ শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে লাইব্রেরি ক্লাসসহ গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক নানা কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করে সেজন্য উৎসাহিত করতে হবে।

৬। অনুদানপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারসমূহের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য নিয়মিত মনিটরিং ও তত্ত্বাবধান অত্যন্ত জরুরি। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের বর্তমানে যে জনবল আছে তাতে অনুদানপ্রাপ্ত সকল গ্রন্থাগারকে নিরবচ্ছিন্নভাবে মনিটরিং করা সম্ভব নয়। এ বিবেচনায়, গ্রন্থাগারসমূহের সুষ্ঠু মনিটরিং ও তাদের কার্যক্রমে সহায়তা প্রদানের (facilitation) উদ্দেশ্যে এসব গ্রন্থাগারকে একটি ডিজিটাল নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসা উচিত। এ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র এসব গ্রন্থাগারের কার্যক্রম সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করতে সক্ষম হবে। গ্রন্থাগারগুলো যাতে নিয়মিতভাবে তাদের কার্যক্রম সম্বন্ধে প্রতিবেদন পেশ করে সেটি নিশ্চিত করতে হবে।

মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ

অনুদানপ্রাপ্ত/তালিকাভুক্ত বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের সেবা, সংগ্রহ ও নানাবিধ কর্মসূচির টেকসই মানোন্নয়ন নিশ্চিত করার প্রয়োজনে কিছু মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশ প্রদান করা যেতে পারে। আগামী দুই থেকে পাঁচ বছরে এসব সুপারিশ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। সুপারিশগুলো নিম্নরূপ:

১। গ্রন্থাগার সংগঠন ও সেবাদানে দক্ষ গ্রন্থাগার কর্মী ছাড়া পাঠকবান্ধব, কার্যকর সেবা প্রদান সম্ভব নয়। এ কারণে আধুনিক গ্রন্থাগার সেবার নানা দিক নিয়ে গ্রন্থাগারিকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া উচিত। এসব

প্রশিক্ষণে প্রায়োগিক বিভিন্ন দিকের ওপর জোর দেয়া উচিত যাতে তাঁরা হাতেকলমে কাজটি করতে পারেন।

২। গ্রন্থাগার ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বছরব্যাপী প্রচারাভিযানের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য পোস্টার, লিফলেট, ব্যানার ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহারের পাশাপাশি র‌্যালি, আলোচনাসভা, উঠান বৈঠক, ভ্রাম্যমান পুস্তক প্রদর্শনী, বাড়ি বাড়ি গিয়ে উদ্বুদ্ধ করা, বই/জ্ঞানমেলা ইত্যাদির আয়োজন করা যেতে পারে। অভিভাবক পর্যায়ে অসচেতনতা তরুণ প্রজন্মের পাঠাভ্যাস হ্রাস পাওয়ার অন্যতম কারণ। অভিভাবকরা যাতে সন্তানদের গ্রন্থমনস্ক করে গড়ে তোলেন সেজন্য তাদের প্রণোদনা জোগাতে হবে। স্কুল কলেজের পাঠ্যবইয়ে বই পড়া ও গ্রন্থাগার নিয়ে প্রবন্ধ, নিবন্ধ অন্তর্ভুক্তির জন্য নীতিনির্ধারক মহলে যোগাযোগ করতে হবে।

৩। কেবল গতানুগতিক পাঠকক্ষ সেবার মাধ্যমে বর্তমান সময়ে পাঠকদের আকর্ষণ করা দুরূহ হয়ে পড়ছে। এ কারণে গ্রন্থাগার সেবা ও কার্যক্রমে বৈচিত্র্য নিয়ে আসতে হবে। অনেক গ্রন্থাগার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চাহিদাকে বিশ্লেষণ করে সে অনুযায়ী উদ্ভাবনী বিভিন্ন সেবা প্রদান করছে। এসব সেবার মধ্যে রয়েছে পাঠচক্র, রচনা-কুইজ-আবৃত্তি-চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময়, র‌্যালি, ভিডিও প্রদর্শনী, বইমেলা ইত্যাদি। বই, গ্রন্থাগার ও জ্ঞানচর্চাকে সামনে রেখে নতুন নতুন উদ্ভাবনী কর্মসূচি আয়োজনের বিকল্প নেই।

৪। পাঠক চাহিদার প্রতিনিধিত্বকারী বৈচিত্র্যপূর্ণ, মানসম্পন্ন বই গ্রন্থাগারের প্রাণ। জরিপ ও ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী নানা ধরনের বই গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাটি বারবার উঠে এসেছে। এ কারণে গ্রন্থাগারগুলোকে নিয়মিতভাবে পাঠকের চাহিদা জানার চেষ্টা করতে হবে এবং সে অনুযায়ী মানসম্মত বই গ্রন্থাগার সংগ্রহে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। জাতির ইতিহাস, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য, কীর্তিমানদের জীবনী, স্থানীয় জনগুরুত্বপূর্ণ বই, বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মননশীল ও সৃজনশীল বই, শিশুসাহিত্য, অনুবাদ ইত্যাদি নানা ধরনের বই দিয়ে গ্রন্থাগার সংগ্রহকে সাজাতে হবে। পাঠকদের মধ্যে ধর্মীয় বইয়ের চাহিদা রয়েছে। ধর্মীয় সংগ্রহ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একদিকে যেমন মানসম্মত, প্রামাণ্য ধর্মীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করতে হবে তেমনি সকল ধর্মের অনুসারীদের জন্যই বই রাখতে হবে।

৫। গ্রন্থাগারগুলোকে আরও পাঠকবান্ধব ও আকর্ষণীয় করে সাজাতে হবে যাতে পাঠকদের গ্রন্থাগার ব্যবহারে আকৃষ্ট করা যায়। গ্রন্থাগারের প্রবেশপথ, সার্কুলেশন ডেস্ক, শেলফ (stack area), পাঠকক্ষ, কর্মসূচি সংগঠনের স্থান ইত্যাদিকে দৃষ্টি-আকর্ষক ও নান্দনিকভাবে সজ্জিত করতে হবে। শিশু ও প্রয়োজনবোধে নারীদের জন্য বই পড়ার পৃথক স্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ যাতে পাঠক-বান্ধব হয় সেজন্য সব ধরনের উদ্যোগ নিতে হবে।

৬। গ্রন্থাগারের মুক্তিযুদ্ধ/বঙ্গবন্ধু কর্নারকে পোস্টার, দেয়ালিকা ইত্যাদি সহযোগে আকর্ষণীয়ভাবে সজ্জিত করতে হবে। বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক তথ্য ও বিশ্লেষণমূলক মানসম্মত বই সংরক্ষণ করতে হবে। তরুণ প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে তাদের উপযোগী বইও এই কর্নারে রাখতে হবে।

৭। গণগ্রন্থাগার সব মানুষের গ্রন্থাগার। এ কারণে নারী ও শিশু, প্রবীণ জনগোষ্ঠী, শ্রমজীবী ও কৃষক, আদিবাসী সম্প্রদায় ইত্যাদি নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের কথা মাথায় রেখে গ্রন্থাগার সংগ্রহ গড়ে তুলতে হবে এবং নানা কর্মসূচির আয়োজন করতে হবে। নারীরা যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারেন

সে পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। গ্রন্থাগার খোলা ও বন্ধ করাটা নিয়মিত সময়সূচি মেনে করতে হবে। নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে গ্রন্থাগার খোলা রাখার সময় সূচি নির্ধারণ করতে হবে।

৮। পাঠকদের চাহিদা বিশ্লেষণ এবং সে অনুযায়ী নিজেদের সেবা ও সংগ্রহ সাজানোর জন্য গবেষণার বিকল্প নেই। পাঠকের চাহিদা জানার জন্য গ্রন্থাগারগুলোকে নিয়মিতভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এজন্য প্রশ্নমালা, সাক্ষাৎকার, আলোচনা সভা, কর্মশালা বা সরাসরি পর্যবেক্ষণ–নানা কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে।

৯। প্রযুক্তিনির্ভর এ সময়ে গ্রন্থাগারগুলোকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পদচারণা বৃদ্ধি করতে হবে। গ্রন্থাগার ওয়েবসাইট তৈরি সম্ভব না হলেও ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গ্রন্থাগারের পেজ/চ্যানেল ইত্যাদি খোলার মাধ্যমে গ্রন্থাগারের সেবা ও সংগ্রহের প্রচার প্রচারণা ও পাঠকদের সাথে সংযোগ সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে হবে।

১০। স্থানীয় তরুণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বেচ্ছাসেবী গ্রুপ গড়ে তুলতে হবে। তরুণদের মধ্যে পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি, পাঠক সংগ্রহ ইত্যাদি নানা কার্যক্রমে এই স্বেচ্ছাসেবীদের সম্পৃক্ত করতে হবে। নতুন নতুন কর্মসূচি উদ্ভাবন ও আয়োজনে স্বেচ্ছাসেবীদেরকে গ্রন্থাগারের প্রাণশক্তিতে রূপান্তরিত করতে হবে।

১১। বর্তমানে অনেক গ্রন্থাগারই দক্ষতা বৃদ্ধি ও আত্ম-উন্নয়নমূলক নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে। এসব কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম, কম্পিউটার ও প্রোগ্রামিং প্রশিক্ষণ, ইংরেজি ভাষার প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলোও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর চাহিদা বিশ্লেষণ করে এ ধরনের উদ্যোগ নিতে পারে।

১২। প্রয়োজনীয় সুবিধাদির ব্যবস্থা না থাকলে পাঠক গ্রন্থাগার ব্যবহারে নিরুৎসাহিত হবেন। গ্রন্থাগারগুলোতে বিদ্যুৎ বিভ্রাট একটি নিয়মিত সমস্যা। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে অনেক গ্রন্থাগারেই সেবাদান ব্যাহত হয়। সৌরবিদ্যুতের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা গেলে গ্রন্থাগারগুলো নির্বিঘ্নে সেবাদান করতে পারে।

১৩। পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে অনেক চ্যালেঞ্জিং কাজও সহজে সম্পন্ন করা যেতে পারে। বর্তমান সময়ে কার্যকর নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার বিকল্প নেই। এ উদ্দেশ্যে বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলোকে স্থানীয় সরকারি বেসরকারি সংস্থা, ক্লাব, সমিতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সাথে কার্যকর নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে যাতে যৌথভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়। এছাড়া শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, সমাজসেবী, সাংবাদিক, উন্নয়নকর্মী, লেখক, প্রকাশকসহ নানা শ্রেণি পেশার মানুষের সাথে কর্মসম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। সরকারি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে স্বতঃপণোদিত হয়ে অংশ নিতে হবে। অধিকতর সামাজিক সম্পৃক্তি ছাড়া গ্রন্থাগারকে সমাজের মূলধারায় স্থাপন করা যাবে না।

সমাপনী মন্তব্য

তথ্যপ্রযুক্তির নানা উপকরণ ও সেবা একুশ শতকের পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করেছে, তথ্য প্রাপ্তি ও ব্যবহারকে সহজ করে তুলেছে, মানুষে মানুষে সৃষ্টি করেছে নতুন সেতুবন্ধন। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তির নেতিবাচক দিকও রয়েছে। না চাইতেই বিপুল তথ্যভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত হচ্ছে চোখের সামনে, এসব তথ্যের কোনটি নির্ভরযোগ্য কোনটি তা নয়, কোনটি নির্ভুল কোনটি ত্রুটিযুক্ত সেটি বোঝার ক্ষমতা সিংহভাগ মানুষের নেই। এ কারণেই আমাদের প্রয়োজন নির্ভরযোগ্য তথ্য উৎস; প্রয়োজন এমন দক্ষ ও প্রশিক্ষিত ব্যক্তি যাঁরা সেই তথ্য উৎসের খোঁজ রাখেন। এখানেই গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের প্রাসঙ্গিকতা। মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটের বিস্তারের কারণে একুশ শতকের গ্রন্থাগারগুলোকে মুখোমুখি হতে হচ্ছে নতুন চ্যালেঞ্জের। সেবা ও কর্মপ্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনার ম াধ্যমে পাঠকের চাহিদা মেটাতে চেষ্টা করছে গ্রন্থাগারগুলো। বাংলাদেশের বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলোও সে প্রয়াসই চালিয়ে যাচ্ছে। গ্রন্থাগারগুলোর সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ এবং ভবিষ্যতের জন্য করণীয় নির্ধারণে মাঠ পর্যায়ের জরিপভিত্তিক এই গবেষণা খুবই সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এ গবেষণায় কেবল গ্রন্থাগারগুলোর বিদ্যমান সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহই চিহ্নিত হয়নি, এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে কীভাবে নিজেদের প্রাসঙ্গিকতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে হবে তারও নির্দেশনা উঠে এসেছে। এ জরিপে যেসব সমস্যা উঠে এসেছে সেগুলো যেমন একদিনে সৃষ্টি হয়নি তেমনি রাতারাতি সেগুলো দূর হয়ে যাবে সে আশা করাও উচিত হবে না। গ্রন্থাগার সমাজ-বিচ্ছিন্ন কোনো প্রতিষ্ঠান নয়। তারুণ্যের বিপথগামিতা, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন–এসবের প্রভাব সমাজে যেমন পড়ছে, একইভাবে পড়ছে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলোতেও। একইভাবে, মানুষের পাঠাভ্যাস কমে যাওয়া বা প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব কেবল বাংলাদেশের সমস্যা নয়, এ সমস্যা সারা পৃথিবীতেই রয়েছে। প্রতিটি দেশই নিজেদের মতো করে এসব সমস্যার সমাধান খুঁজছে। করণীয়গুলোকে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আকারে সাজাতে হবে। সরকারি বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সম্পৃক্ত করতে হবে নাগরিক সমাজকেও। স্বল্পমেয়াদে (এক থকে দুই বছরের মধ্যে) বাস্তবায়নের জন্য যেসব সুপারিশের প্রস্তাব করা হয়েছে সেগুলো বাস্তবায়িত হলে বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের কার্যক্রমে তাৎক্ষণিক গুণগত পরিবর্তন সাধিত হবে বলে আশা করা যায় এবং তা পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধি, সেবার মানোন্নয়ন, অধিকতর জনসম্পৃক্ততা–ইত্যাদি লক্ষ্য পূরণে সহায়ক হবে। বাকি সুপারিশসমূহও মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে এসব গ্রন্থাগারকে একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায়। সেক্ষেত্রে এসব গ্রন্থাগার ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বাস্তবায়নের নির্ভরযোগ্য সহযোগী তথা ‘স্মার্ট গ্রন্থাগার’ হিসেবে নিজেদের ভূমিকা পালন করতে পারে। এ উদ্দেশ্যে একটি সমন্বিত পরিকল্পনার আলোকে প্রতিবেদনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। এ উদ্যোগে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র সমন্বয়, সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা, অর্থ সহায়তা ও নির্দেশনা একান্ত প্রয়োজন।

গবেষণা কার্যক্রমের ছবি

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

ডাটা কালেক্টরদের ওরিয়েন্টেশন

Scanned with CamScanner

পাঠকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ

পাঠকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ

বঙ্গবন্ধু স্মৃতি গণগ্রন্থাগার
"পড়ি বঙ্গবন্ধুর বই, সোনার মানুষ হই"
মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী
আলোচনা সভা
জনাব মফিজ উদ্দিন আহমেদ ফরিদ
2022.11.10 10:11

পাঠকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ

বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার

পাঠকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ

পাঠকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ

সুলপিনা আদর্শ পাঠাগার ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা
গ্রাম: সুলপিনা পো: ব্রাহ্মনখালী, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

পাঠকদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ

ফোকাস গ্রুপ আলোচনা

ফোকাস গ্রুপ আলোচনা

‘সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় দেশব্যাপী অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের বাস্তব অবস্থা, সক্ষমত
ও কার্যকারিতা যাচাই’ শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম
ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের গ্রন্থাগার প্রতিনিধি ও পাঠকদের অংশগ্রহণে
সেমিনার ও ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন
তারিখ ও সময়:
২০২৩, দুপুর ১.০০টা
স্থান: জাতীয়
বোর্ডের সভাকক্ষ
কেন্দ্র

সংযুক্তি (প্রশ্নমালা)

সংযুক্তি-১

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় দেশব্যাপী অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের বাস্তব অবস্থা, সক্ষমতা ও কার্যকারিতা যাচাই

প্রশ্নমালা (গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ)

গ্রন্থাগার সম্পর্কিত তথ্য

১। গ্রন্থাগারের নাম: ....

২। ঠিকানা: ....

৩। গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাকাল: ....

৪। গ্রন্থাগারের জন্য নিজস্ব ঘর আছে কি-না? ☐ হ্যাঁ ☐ না

৫। গ্রন্থাগারটির কার্যক্রম কোথায় পরিচালিত হচ্ছে (নিজস্ব ঘর না থাকলে)?

☐ ভাড়া ঘর ☐ কোনো শিক্ষা/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অংশ ☐ প্রতিষ্ঠাতার নিজস্ব বাসভবন
☐ অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ....

৬। গ্রন্থাগারের আয়ের উৎস (উত্তর একাধিক হতে পারে):

☐ সরকারি ☐ মাসিক চাঁদা ☐ ফিক্সড ডিপোজিট ☐ ব্যক্তি পর্যায়ে অনুদান
☐ অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ....

৭। গ্রন্থাগারে পুস্তকের সংখ্যা: .... অন্যান্য পাঠোপকরণের সংখ্যা ....

৮। পাঠোপকরণ সংগ্রহের পদ্ধতি:

☐ ক্রয় ☐ অনুদান ☐ উপহার

৯। পুস্তকের ধরন (উত্তর একাধিক হতে পারে):

☐ গল্প-উপন্যাস ☐ কবিতা ☐ ভ্রমণ কাহিনি ☐ জীবনী ☐ মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু বিষয়ক
☐ পাঠ্য বই ☐ রেফারেন্স ☐ অভিধান ☐ বিদেশি সাহিত্য ☐ সাময়িকী

১০। কী ধরনের গ্রন্থের চাহিদা বেশি (উত্তর একাধিক হতে পারে)?

☐ গল্প-উপন্যাস ☐ কবিতা ☐ ভ্রমণ কাহিনি ☐ জীবনী ☐ মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু বিষয়ক
☐ পাঠ্য বই ☐ রেফারেন্স ☐ অভিধান ☐ বিদেশি সাহিত্য ☐ সাময়িকী

১১। নিয়মিতভাবে সংগৃহীত দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা: ....

১২। দৈনিক গড় ব্যবহারকারীর সংখ্যা (কম/বেশি): ....

১৩। গড় নারী ব্যবহারকারীর সংখ্যা: ....

১৪। সপ্তাহে কোন্ কোন্দিন এবং কতক্ষণ খোলা থাকে: ....

১৫। গ্রন্থাগারে কর্মীর সংখ্যা: ....

১৬। নিজস্ব গ্রন্থাগারিক আছে কি-না? ☐ হ্যাঁ ☐ না

১৭। গ্রন্থাগারিকের পেশাগত কোনো প্রশিক্ষণ আছে কি-না? ☐ হ্যাঁ ☐ না

১৮। গ্রন্থবিন্যাস কীভাবে করা হয়?

☐ প্রথাগত শ্রেণিকরণ ও ক্যাটালগিং পদ্ধতি অনুসরণ করে।

☐ নিজেদের সুবিধামত নিয়মে।

১৯। গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত গ্রন্থ ও অন্যান্য উপকরণের নিরাপত্তা বিধান কীভাবে করা হয়? ....
....

সেবা সম্পর্কিত তথ্য

১। পাঠক বাড়িতে পড়ার জন্য বই ধার নিতে পারেন কিনা? ☐ হ্যাঁ ☐ না

২। গ্রন্থাগারে কম্পিউটার আছে কিনা? ☐ হ্যাঁ ☐ না

৩। ইন্টারনেট সংযোগ আছে কিনা? ☐ হ্যাঁ ☐ না

৪। নিম্নোক্ত কোনো বিশেষ কর্মসূচি/সেবা আছে কিনা (উত্তর একাধিক হতে পারে)?

☐ ক) পাঠ-কার্যক্রম/পাঠচক্র ☐ খ) রচনা/বিতর্ক প্রতিযোগিতা ☐ গ) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

☐ ঘ) চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ☐ ঙ) বিভিন্ন দিবস উদযাপন

☐ চ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন):...

৫। বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার আছে কিনা? ☐ হ্যাঁ ☐ না

৬। গ্রন্থাগার পরিচালনায় কী কী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছেন (উত্তর একাধিক হতে পারে)?

☐ তহবিলের অভাব ☐ পাঠক স্বল্পতা ☐ স্থানাভাব ☐ কর্মীর অভাব

☐ চাহিদা অনুযায়ী গ্রন্থের স্বল্পতা ☐ অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ....

৭। পাঠকসংখ্যা/পাঠাভ্যাস বৃদ্ধিতে কী পন্থা অবলম্বন করা হয়?

ক) ....

খ) ....

গ) ....

৮। তরুণ প্রজন্মকে গ্রন্থপাঠে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় উল্লেখ করুন (উদাহরণ স্বরূপ: স্কুল/কলেজভিত্তিক বই পড়া কার্যক্রম, সচেতনতামূলক পোস্টার/ব্যানার প্রদর্শন ইত্যাদি):

ক) ....

খ) ....

গ) ....

৯। গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে অগ্রাধিকারভিত্তিতে কয়েকটি করণীয় উল্লেখ করুন:

ক) ....

খ) ....

গ) ....

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:
স্বাক্ষর ও তারিখ:

সংযুক্তি-২

‘সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় দেশব্যাপী অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের বাস্তব অবস্থা, সক্ষমতা ও কার্যকারিতা যাচাই’ শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম

প্রশ্নমালা (গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী)

ব্যক্তিগত তথ্য

১। ব্যবহারকারীর নামঃ ....

২। বয়সঃ .... ৩। পেশাঃ ....

৪। গ্রন্থাগারের নাম ও ঠিকানাঃ ....

গ্রন্থাগার ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য

১। আপনি কতদিন ধরে গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন?

....

২। গ্রন্থাগার ব্যবহারের ধরন:

☐ ক) প্রতিদিন ☐ খ) সপ্তাহে অন্তত একদিন ☐ গ) মাসে অন্তত একদিন

☐ ঘ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ....

৩। গ্রন্থাগারে যে পাঠসামগ্রী বেশি ব্যবহার করেন:

☐ ক) গল্প-উপন্যাস ☐ খ) ইতিহাস-ঐতিহ্য ☐ গ) প্রবন্ধ/ ভ্রমণ কাহিনি/ উপন্যাস

☐ ঘ) দৈনিক পত্রিকা/ ম্যাগাজিন ☐ ঙ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ....

৪। গ্রন্থাগারে যেসব সামগ্রীর অভাব অনুভব করেন (উত্তর একাধিক হতে পারে)?

☐ ক) প্রয়োজনীয় ও পাঠক চাহিদা অনুযায়ী বইয়ের অভাব ☐ খ) কম্পিউটার ও ইন্টারনেট

☐ গ) পর্যাপ্ত চেয়ার ও বসার স্থান ☐ ঘ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ....

৫। গ্রন্থাগারের সামগ্রিক সেবায় আপনি কতটা সন্তুষ্ট?

☐ ক) সন্তুষ্ট ☐ খ) মোটামুটি সন্তুষ্ট ☐ গ) সন্তুষ্ট নই

৬। গ্রন্থাগারটি সম্বন্ধে আর কোনো পর্যবেক্ষণ থাকলে টিকচিহ্ন দিন (উত্তর একাধিক হতে পারে):

☐ ক) পাঠক চাহিদা অনুযায়ী বই বৃদ্ধি ☐ খ) গ্রন্থাগারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন

☐ গ) গ্রন্থাগারের সময়সূচি পরিবর্তন ☐ ঘ) ইন্টারনেট সুবিধা ☐ ঘ) ফটোকপি সুবিধা

☐ ঘ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ....

৭। গ্রন্থাগারকর্মীর আচরণ মূল্যায়ন করুন:

☐ ক) সহযোগিতাপরায়ণ ☐ খ) মোটামুটি সহযোগিতাপরায়ণ ☐ গ) সহযোগিতাপরায়ণ নয়

৮। গ্রন্থাগারটি যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুদানপ্রাপ্ত তা আপনার জানা আছে কিনা? ☐ হ্যাঁ ☐ না

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

৯। গ্রন্থাগার ব্যবহারের ক্ষেত্রে আপনি কী কী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন?

ক) ....

খ) ....

১০। পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির জন্য সুনির্দিষ্টভাবে কী করা যেতে পারে?

ক) ....

খ) ....

গ) ....

১১। মানুষের পাঠাভ্যাস কমে যাবার প্রধান কারণ কী বলে আপনি মনে করেন (উত্তর একাধিক হতে পারে)?

☐ ক) মোবাইল ফোন ও প্রযুক্তিতে আসক্তি
☐ খ) পরিবার থেকে উৎসাহিত না করা/সহযোগিতা না পাওয়া
☐ গ) সামাজিক/নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়
☐ ঘ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন): ....

১২। গ্রন্থাগার সেবার উন্নতিকল্পে অগ্রাধিকারভিত্তিতে কয়েকটি করণীয় উল্লেখ করুন:

ক) ....

খ)..

গ) ....

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:

স্বাক্ষর ও তারিখ: